অদৃষ্ট ফল।

ডিটেক্‌টিভ-গল্প)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by J. N. Dey, at the "Bani Press"
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta
1911.

অদৃষ্ট ফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজয়নগর একখানি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীগ্রাম। সেই গ্রামে অনেকগুলি কারবারি লোকের বাস। ঐ গ্রামে একটী বাজার আছে, বাজারের চারিধারে সারি সারি অনেকগুলি দোকান ও আড়ত। বাজারের নিকটেই একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। ঐ গ্রামে দিন দিন ব্যবসার উন্নতি হইবার প্রধান কারণই ঐ নদী। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে তরণী যোগে দ্রব্যাদি ঐ স্থানে আনীত হয় ও মহাজনগণ ঐ স্থান হইতেই ঐ সকল দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থানে প্রেরণ করেন। এই নিমিত্তই বিজয় নগরের উন্নতি।

ঐ গ্রামে যে সকল লোক বাস করেন, তাঁহারা সকলেই যে ব্যবসাদার তাহা নহে, তাঁহাদিগের মধ্যে চাকরি করিয়া জীবনধারণ করেন এরূপ অনেক লোক আছেন, কৃষি-কার্য্য ও নিজের নিজের জাতি-ব্যবসা করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে এরূপ লোকেরও অভাব নাই।

রামহরি ঘোষ ঐ স্থানের একজন প্রধান আড়তদার। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া তিনি গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, অর্থও বিস্তর হইয়াছে, মান সম্ভ্রমও কম নহে। গ্রামের সমস্ত লোকই তাঁহাকে মান্য করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের বা থানা পুলিসের সেই স্থানের নিমিত্ত কোন কার্য্যের প্রয়োজন হইলে, তাঁহারই সাহায্য সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইয়া থাকে।

রামহরি ঘোষ এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, আড়তের ভার তাঁহার পুত্র ও কর্ম্মচারীগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন; কিন্তু দোকানে আসা একেবারে বন্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি একটি হরিনামের ঝুলি হস্তে লইয়া দোকনের একপার্শ্বে বসিয়া মালা ফেরাইতে থাকেন। হস্তে মালা ফিরান কিন্তু মুখে আগন্তুকদিগের সহিত গল্প করিতে কিছুমাত্র বিরত হন না।

গদিঘরে বসিয়া দুইটী বাক্স সম্মুখে রাখিয়া, দুইজন গোমস্তা সর্ব্বদা কাজ করিয়া থাকেন। সমস্ত দিবস যে সকল অর্থের আমদানি হয়, তাহা ঐ বাক্সের ভিতর রক্ষিত হইয়া থাকে, রাত্রি নয়টার পর হিসাব নিকাশ

করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তাহা ঐ গদি-ঘরের মধ্যস্থিত একটী লোহার সিন্দুকে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

একদিন ১২টার সময় রামহরি ঘোষ আপন বাড়ীতে আহারাদি করিবার নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র ও একজন কর্ম্মচারী তাহার পূর্ব্বেই আহারাদি করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। দিবা প্রায় একটার সময় সেই কর্ম্মচারী আহারাদি করিয়া গদিতে প্রত্যাগমন করিলে, দ্বিতীয় কর্ম্মচারী স্নানাদি করিবার নিমিত্ত সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রথম কর্ম্মচারী সেই গদির উপর যে দুইটী বাক্স ছিল তাহার একটী উপাধান করিয়া শয়ন করিলেন, ও একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র পড়িতে পড়িতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় কর্ম্মচারী আহারাদি সমাপন করিয়া গদিতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, প্রথম কর্ম্মচারী এখনও পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেছেন। গদির উপর যে দুইটী বাক্স ছিল, তাহার একটী তাহার উপাধানের কার্য্য করিতেছে, অপরটী সেই স্থানে নাই।

ইহা দেখিয়া তিনি সেই কর্ম্মচারীকে উঠাইলেন ও বাক্সের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, যখন তিনি শয়ন করেন, সেই সময় সেই বাক্স সেই স্থানেই ছিল, তাহার পর কি হইল তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

হিসাব করিয়া দেখা গেল, সেই বাক্সে নগদ ও নোটে প্রায় পাঁচ শত টাকা ছিল। পাঁচ শত টাকার সহিত একটী বাক্স গদিঘর হইতে অপহৃত হইয়াছে, এই সংবাদ রামহরি ঘোষের নিকট প্রদত্ত হইল। সংবাদ পাইবা মাত্র রামহরি ও তাঁহার পুত্র সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঐ অপহৃত বাক্সের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না।

বিজয় নগরে একটী থানা ছিল। ঐ থানায় একজন দারোগা থাকিতেন, তাঁহার সহিত রামহরি ঘোষের বিশেষ আলাপ ছিল। কোনরূপ প্রয়োজন হইলেই দারোগা রামহরির নিকট আগমন করিতেন। বিনা প্রয়োজনেও সময় সময় তাঁহাকে রামহরির গদিতে দেখিতে পাওয়া যাইত।

রামহরি নিজে অনুসন্ধান করিয়া যখন ঐ অপহৃত বাক্সের কোনরূপ সন্ধান করিতে পারিলেন না তখন তাঁহার পরিচিত দারোগা বাবুর নিকট সংবাদ প্রদান করিলেন।

সংবাদ পাইবা মাত্র দারোগা বাবু ঐ বাক্স চুরির অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। যে স্থান হইতে ঐ বাক্স অপহৃত হইয়াছিল, সেইস্থান দেখিলেন। ভগ্নাবস্থায় ঐ বাক্স যদি কোন স্থানে পাওয়া যায় তাহার নিমিত্ত ঐ গদির সমস্ত স্থান এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোন স্থানেই সেই

বাক্সের কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। গদিতে যে দুইজন কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদিগকেও উত্তমরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, কিন্তু বাক্সের কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। তথাপি অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, বিজয় নগরে যেমন ধনবান ব্যক্তির বাসস্থান ছিল, সেইরূপ অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও বাস করিত। অভয় হালদার ও তাহার স্ত্রী যশোদা উভয়ে একত্রে রামহরি ঘোষের আড়তের নিকটবর্ত্তী একখানি ঘরে বাস করিত। দরিদ্রতা নিবন্ধন তাহাদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল।

অভয় হালদার পূর্ব্বে রামহরির আড়তে কয়ালির কার্য্য করিত। রামহরি তাহাকে মাসিক আটটী করিয়া টাকা বেতন দিতেন, তাহা হইতেই কোনরূপে অভয় ও তাহার স্ত্রীর দিনপাত হইত। আট টাকা বেতনে অভয় কোনরূপে সংসারের খরচ নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিত না। এক দিবস অভয় সময় মত রামহরির নিকট নিজের দুঃখের কথা জানাইল, আট টাকায় যে সে কোনরূপে আপনার সংসারের খরচ নির্ব্বাহ করিতে পারে না, সে কথাও সে তাহাকে কহিল ও কিছু বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করিল কিন্তু রামহরি তাহার কোন কথা শুনিলেন না, কহিলেন, কয়ালের বেতন আট টাকা যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা অল্প বেতনে ঐ কার্য্য করিয়া অনেকে বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে; আর তোমার অন্নের সংস্থান হইতেছে না, ইহা কি কখন হইতে পারে?

রামহরি নিতান্ত অন্যায় কথা বলেন নাই, সামান্য বেতনে কয়ালি করিয়া অনেক কয়াল অনেক অর্থ যে উপার্জ্জন করে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা উপরি লাভ করে কি করিয়া? মনিবের সর্ব্বনাশ বা মাল বিক্রয়কারীর সর্ব্বনাশ ভিন্ন উপরি লাভ হয় না। যাহারা মাল বিক্রয় করিতে আসে, তাহাদের মাল ওজন করিয়া লইবার সময় খরিদদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অধিক করিয়া ওজন লিখাইয়া লয়, বা বিক্রয়কারীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কম করিয়া ওজন লিখাইয়া দেয়। এই উপায়েই তাহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কেনা-বেচার সময় নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিয়া, ঠিক ঠিক ওজন করিয়া দিলে, খরিদকারী বা বিক্রয়কারী কেহই বিক্রয়কারিকে কিছুই প্রদান করে না। সুতরাং যে কয়াল ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করে, তাহার উপরি লাভের সম্ভাবনা নাই।

অভয় কিন্তু সে প্রকৃতির কয়াল ছিল না; এক দিবসের জন্যও সে কখন অন্যায় কার্য্য

করে নাই, জানিয়া শুনিয়া এক কপর্দ্দকও খরিদকারী বা বিক্রয়কারীর নিকট হইতে সে কখন গ্রহণ করে নাই। সুতরাং ঐ আটটী মাত্র টাকার উপরই তাহার সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর ছিল। অভয়ের অবস্থা খারাপ ছিল বলিয়া সে তাহার স্ত্রী যশোদাকে কিন্তু কোনস্থানে দাস্যবৃত্তি বা অপর কোন হীন-কার্য্য করিতে দিত না। এইরূপে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল অভয় রামহরির নিকট কার্য্য করিল।

যখন অভয় বুঝিতে পারিল যে, তাহার মনিবের নিকট হইতে বেতন বৃদ্ধি হইবার আর কোনরূপ আশা নাই, তখন অন্য কোন স্থানে চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই সময় আর একজন মহাজন ঐ বাজারে একটী নূতন আড়ত খুলিলেন। পূর্ব্ব হইতে তিনি অভয়কে জানিতেন, তিনি দশ টাকা বেতনে তাঁহার আড়তে কয়ালির কার্য্য করিতে অভয়কে নিযুক্ত করিলেন। দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় অভয়ের কষ্ট অনেক পরিমাণে দূর হইল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতই হউক বা সৌভাগ্য বশতই হউক, ঐ নূতন মহাজন তাঁহার আড়তে বিশেষরূপ লাভ করিতে পারিলেন না; এক বৎসর পরেই ঐ আড়ত উঠিয়া গেল, সুতরাং অভয়ের চাকরি গেল।

অভয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর রামহরি ঘোষ, তাহার পদে আর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অভয়ের কর্ম্ম যাইবার পর পুনরায় সে তাহার পুরাতন মনিবের নিকট কর্ম্ম পাইবার আশায় আগমন করিল, কিন্তু রামহরি তাঁহার নূতন নিয়োজিত কয়ালকে বিদায় দিয়া, সেইস্থানে অভয়কে আর স্থান প্রদান করিলেন না।

অভয় নিজের চাকরি হারাইয়া একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িল। অনেক স্থানে অনেক রূপ চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনরূপ কার্য্যের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না, ক্রমে তাহার দিনপাতের উপায় বন্ধ হইয়া গেল। ঘরে যে দুই একখানি সামান্য তৈজস পত্র ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া প্রথমতঃ কয়েক দিবস চলিল। তাহার পর যখন আর কোন-রূপ উপায় রহিল না, তখন যশোদা কোন প্রতিবেশীর গৃহে দাস্যবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল। পল্লীগ্রামে একজন দাস্যবৃত্তি করিয়া সামান্য যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহাতে দুই জনের অন্ন সংস্থান হওয়া দূরে থাকুক, এক জনেরই সম্পূর্ণ উদরান্নের সংস্থান হয় না, তাহার উপর শারীরিক অসুখ আছে।

ক্রমে অভয় ও যশোদার কষ্টের পরিসীমা রহিল না, এক দিবস আহার হইত তো দুই দিবস অনাহারে কাটিয়া যাইত। যশোদা পূর্ব্বে কখন হাটে বা বাজারে গমন করিত না, এখন আর সে লজ্জা রক্ষা করিতে পারিল না। অভয় পূর্ব্বে রামহরি ঘোষের আড়তে চাকরি করিত, আড়তের কোন কোন লোক

তাহাকে চিনিত, এইজন্য সময় সময় যশোদা ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া সেইস্থানে গমন করিত। রামহরিকে দেখিতে পাইলে নিজের অবস্থা জানাইত, ও সময় সময় সেইস্থান হইতে কিছু চাউল ডাউল প্রভৃতি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সে দিবস উদরান্নের সংস্থান করিত।

এইরূপে বিশেষ কষ্টে পড়িয়া কোনরূপে যদি কিছু সংস্থান করিতে পারে বা কোনরূপ চাকরির যোগাড় করিতে পারে, এই আশায় অভয় এক দিবস নিজের গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশেষ কষ্টে পড়িয়া কোনরূপে উদরান্নের সংস্থান করিবার নিমিত্ত যে দিবস অভয় গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিল, সেই দিবসই রামহরির গদি ঘর হইতে বাক্স অপহৃত হয়।

দারোগা বাবু অনুসন্ধান করিতে করিতে অভয়ের বিষয় অনেক জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিলেন, কোনরূপ চাকরি বা উপার্জ্জনের অপর কোনরূপ উপায় না থাকায়, তাহার বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। আরও জানিতে পারিলেন, যে দিবস রামহরি ঘোষের বাক্স চুরি হইয়াছে, সেই দিবসই অভয় সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপর কোনস্থানে গমন করিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহা কেহই অবগত নহে। দারোগা বাবু যশোদাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে তাহার কিছুই বলিতে পারিল না।

অভয় সম্বন্ধে দারোগা বাবুর মনে কেমন একরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। যে ব্যক্তিকে সময় সময় দুই তিন দিন অনশনে থাকিতে হয়, সে নিতান্ত সৎ লোক হইলেও পেটের জ্বালায় বাধ্য হইয়া তাহাকে যে অসৎ কার্য্য করিতে হয় এরূপ দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র দেখিতে পাওয়া যায়। অভয়কে এখন প্রায়ই অনশনে দিনযাপন করিতে হয়, পূর্ব্বে অনেক দিবস সে রামহরির গদিতে চাকরি করিয়াছে, কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থায় ও কোথায় ঐ গদির অর্থাদি রক্ষিত হয়, তাহা অভয় বিশেষ-রূপে অবগত আছে। তাহার উপর চাকরি যাইবার পর সে নিজের চাকরি পাইবার নিমিত্ত রামহরির নিকট কত উমেদারি করে। কিন্তু রামহরি কিছুতেই তাহাকে চাকরি প্রদান করেন না, ইহার নিমিত্তও অভয় রামহরির উপর অসন্তুষ্ট থাকিতে পারে, ও তাহার প্রতি-হিংসা লইবার ইচ্ছাও বলবতী হইতে পারে। এই সকল কারণে যে এই কার্য্য অভয়ের দ্বারা হয় নাই, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? কর্ম্মচারী অভয় সম্বন্ধে এই প্রকার নানারূপ ভাবিয়া তাহার সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

দারোগা বাবু অভয় সম্বন্ধে যখন অনুসন্ধান

করিতেছিলেন, সেই সময় রামহরি ঘোষের দ্বিতীয় কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, যে সময় স্নান আহার করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার বাড়ীতে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় দেখিতে পান, অভয়ের পত্নী যশোদা আড়তের দিকে আসিতেছে, সে কোথাও না কোথাও যাইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই। আহারাদি করিয়া যখন তিনি রামহরি ঘোষের আড়তে আসিতেছিলেন, সেই সময়েও তিনি যশোদাকে আড়তের দিক হইতে তাহার গৃহাভিমুখে গমন করিতে দেখিতে পান। যে স্থানে সেই দ্বিতীয় কর্ম্মচারীর সহিত যশোদার সাক্ষাৎ হয়, সেইস্থান রামহরির আড়ত হইতে অধিক দূরে নহে। উহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি গদিতে আসিয়া দেখেন যে, গদি হইতে বাক্স অপহৃত হইয়াছে। সেই সময়েও যশোদা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় নাই, বা একথা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। দারোগা বাবু যে সময় অভয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন, সে সময় যশোদার কথা তাঁহার মনে হয়, ও তিনি দারোগা বাবুকে ঐ কথা বলেন।

যশোদা সম্বন্ধে এই কথা জানিতে পারিয়া, অভয় প্রতি দারোগা বাবুর মনে আরও সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ যশোদাকে ডাকাইয়া পাঠান।

যে সময় একজন চৌকিদার দারোগা বাবু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যশোদাকে ডাকিবার নিমিত্ত তাহার বাড়ীতে গিয়াছিল, সেই সময় যশোদা অনশনে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আপনার ঘরের দাওয়ায় শুইয়াছিল। দারোগা বাবু তাহাকে ডাকিতেছেন, ইহা চৌকিদারের নিকট হইতে অবগত হইয়া সে তখনই সেই চৌকিদারের সহিত দারোগা বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জীর্ণ, শীর্ণ, ও কঙ্কাল বিশিষ্ট দেহ দেখিয়া দারোগা বাবুর অন্তরে একটু দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তাহাকে সেইস্থানে বসিতে বলিলেন। যশোদা বসিলে পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম যশোদা ?

যশো। হাঁ মহাশয়।

দারো। অভয় তোমার স্বামী ?

যশো। হাঁ।

দারো। অভয় এখন কোথায় ?

যশো। তাহা আমি বলিতে পারি না, দুই দিবস অনশনে কাটাইয়া আজ প্রাতে তিনি বাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় আমাকে কেবল এই মাত্র বলিয়া যান যে, যদি কোনরূপে তাঁহার ও আমার অন্নের যোগাড় করিতে পারি তবেই ফিরিয়া আসিব, নতুবা যে কি করিব তাহা এখন বলিতে পারি না। আমি কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহাকে গ্রাম পরিত্যাগ করিতে অনেক নিষেধ করিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার

কথা শুনিলেন না, আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দারো। দুই দিবস তাহার আহার হয় নাই?

যশো। আজ দুই দিবস হইতে তিনি উপবাসী আছেন।

দারো। তুমি কোথায় আহার করিলে?

যশো। আমার দশা আমার স্বামী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। আমি তিন দিন উপবাসী।

দারো। তোমার স্বামী কোন কাজ কর্ম্ম করে না কেন?

যশো। অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কোন স্থানে কোনরূপ কর্ম্মের যোগাড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিশেষ প্রায়ই উপবাস করিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, পরিশ্রমজনক কোন কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কোনরূপ কার্য্য যাহাতে পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাকে প্রদান করে না। কাজেই অন্নের সংস্থান হয় না, সুতরাং অনশনে দিন অতিবাহিত করিতে হয়।

দারো। তুমি কোন কাজ কর না কেন?

যশো। আমি কি কাজ করিব?

দারো। কাহার বাড়ীতে পরিচারিকার কার্য্য করিলেও তো তোমার উদরান্নের জন্য ভাবিতে হয় না?

যশো। তাহাও করিয়াছি। যখন যে বাড়ীতে কর্ম্ম করিয়াছি, তখন সেই বাড়ীতে বসিয়া উদর পূরিয়া কখন আহার করিতে পাই নাই। আমি অন্ন তাঁহাদিগের বাড়ীতে বসিয়া না খাইয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিতাম; ও উহা আমার স্বামীকে আহার করিতে দিতাম। আপন স্বামীকে উপবাসী রাখিয়া কোন্ স্ত্রী নিজে বসিয়া আহার করিতে পারে? আমার আনীত অন্ন তাঁহাকে তিন চতুর্থ অংশ প্রদান করিয়া আমি এক চতুর্থ অংশ আহার করিতাম, ইহাতে তিনিও উদর পূরিয়া আহার পাইতেন না, আমিও কোনরূপে জীবনধারণ করিতাম। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর ক্রমে আমি হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিলাম, ক্রমে দাস্যবৃত্তি করিতে অসমর্থ হইলাম। কাজ করিতে না পারিলে কোন্ মনিব কেবল বসাইয়া রাখিয়া অন্ন দেয়? সুতরাং আর কেহই আমাকে দাস্যবৃত্তি করিতে দিত না। দাস্যবৃত্তি করিয়া দুইজনে যে একমুঠা অন্ন পাইতাম, তাহাও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। তখন যে দিবস ভিক্ষা করিয়া কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতাম, সেই দিবস উভয়েই কিছু আহার পাইতাম নতুবা অনশনেই দিন অতিবাহিত করিতাম।

দারো। তোমাদিগের এত কষ্ট দেখিয়া গ্রামের লোক তোমাদিগকে কোনরূপে সাহায্য করিত না?

যশো। করিতেন বই কি, অনেক দিবস

তাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু মহাশয়, যাহাদিগের অদৃষ্টে এইরূপ কষ্ট লেখা আছে, গ্রামের লোক কি সেই কষ্ট কখন দূর করিতে পারেন? তাঁহারা অনেক সময় আমাদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু যাহাদিগকে নিত্য সাহায্য করিতে হয়, তাহাদিগকে নিত্য কে সাহায্য করিতে পারে?

দারো। অভয় বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার পর আজ তুমি তোমার বাড়ী হইতে কোনস্থানে গিয়াছিলে?

যশো। একবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রামহরি বাবুর এই গদিতে আসিয়াছিলাম।

দারো। এখানে তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে?

যশো। রামহরি বাবু আমাদিগের পুরাতন মনিব। সময় সময় যখন দেখিতে পাই, কোনস্থান হইতে কোনরূপে অন্নের সংস্থান হইল না, তখন আমি ও আমার স্বামী রামহরি বাবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হই। তিনিও আমাদিগকে দেখিলে আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, ও সময় সময় কিছু চাউল বা নগদ পয়সা দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তিন দিবসের জঠর জ্বালা আর কোনরূপেই সহ্য করিতে না পারিয়া, ভাবিলাম, রামহরি বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াই, তিনি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু দিয়া সাহায্য করিবেন, তাই তাঁহার গদিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ রামহরি বাবু ও তাঁহার পুত্র সেই সময় চলিয়া গিয়াছিলেন, কেবল একজন সরকার গদি-ঘরে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, অপর লোক-জন কেহই সেইস্থানে ছিল না, কাজেই ক্ষুণ্ণমনে আমাকে সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিতে হয়।

যশোদার কথা শুনিয়া দারোগা বাবুর মনে হইল, এ কার্য্য যশোদা দ্বারা কখন সম্পন্ন হয় নাই, তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদয় হইল, তিনি যশোদাকে চারি আনা পয়সা দিয়া কহিলেন, তুমি এখন ঘরে যাও, এই পয়সা দ্বারা কিছু চাউল ডাউল খরিদ করিয়া অগ্রে কিছু আহার কর, পরিশেষে যদি প্রয়োজন হয়, ডাকিলে আসিও, ও অভয় আসিলে তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অভয় নিতান্ত দরিদ্র হইলেও, অনশনে দিন অতিবাহিত করিলেও সে একেবারে শক্তিহীন ছিল তাহা নহে। এ জগতে শক্তিহীন মানব নাই। তুমি কাহারও কোনরূপ সংশ্রবে না থাকিলেও, কাহারও ভাল মন্দের দিকে দৃষ্টি না রাখিলেও, কাহারও কোনরূপ অনিষ্টের চেষ্টায় না ফিরিলেও তুমি তোমার

শত্রু দেখিতে পাইবে। যদি তুমি কিছু সংস্থান করিতে পারিলে, পরের দ্বারস্থ না হইয়া দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হইলে, অমনি তোমার শত্রু জুটিয়া গেল। যেখানে সেখানে সে তোমার নিন্দা করিতে, তোমার কুৎসা গাহিতে প্রবৃত্ত হইল। যদি তুমি একটু বড় হইয়া দাঁড়াইলে, একটু মান সম্ভ্রম হইল, একটু খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িল, তাহা হইলে আর কোন কথাই নাই, শত্রুর সংখ্যাও সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়িতে আরম্ভ হইল। ইহাই এই সংসারের নিয়ম।

দরিদ্র অভয় আপন উদরান্নের জ্বালায় অস্থির, নিজের অন্ন চিন্তা ভিন্ন অপর কোন দিকে তাহার লক্ষ্যই নাই, তথাপি সে শত্রুর হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। রামহরি ঘোষের আড়তে সে ব্যক্তি তাহার স্থলে কয়ালি করিতে নিযুক্ত হইয়াছে, সেই এখন অভয়ের একজন শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

অভয়ের উপর শত্রুতা সাধন করিতে যে সে কোনরূপে পরাঙ্মুখ হইত না, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। সে মনে করিত, অভয়ের অবস্থা দেখিয়া যদি রামহরি বাবুর দয়ার উদ্রেক হয়, ও যদি তিনি তাহাকে পুনরায় তাহার চাকরি দেন, তাহা হইলে, তাহার চাকরিটী যাইবে, সুতরাং যাহাতে অভয় আর কোনরূপে ঐ গদিতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া কিসে সে অভয়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সমর্থ হইবে, তাহারই চেষ্টা দেখিত।

দারোগা বাবু যে সময় ঐ মকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই নূতন কয়াল তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, দারোগা বাবু ঐ বাক্সের কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারিয়া সন্ধ্যার পর থানায় প্রত্যাগমন করিলেন। যাইবার সময় রামহরি বাবুকে বলিয়া গেলেন, কল্য প্রত্যুষে আসিয়া পুনরায় অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইব। আরও বলিয়া গেলেন, অভয়ের দিকে যেন একটু দৃষ্টি রাখা হয়, সে যেমন বাড়ীতে আসিবে, তৎক্ষণাৎ যেন সেই সংবাদ আমাকে প্রদান করা হয়।

অভয়ের প্রত্যাগমনের সংবাদ রাখিবার ভার রামহরি তাঁহার সেই নূতন কয়ালের উপর প্রদান করিলেন।

রাত্রি নয়টার পর সেই কয়াল আসিয়া রামহরিকে সংবাদ প্রদান করিল যে, অভয় তাহার নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। রামহরিও সেই সংবাদ তৎক্ষণাৎ দারোগা বাবুর নিকট প্রেরণ করিলেন।

দারোগা বাবু একজন চৌকিদারকে পাঠাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ অভয়কে থানায় লইয়া গেলেন। সেইস্থানেই অভয় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল।

প্রাতঃকালে দারোগা বাবু অভয়কে আপনার নিকট ডাকাইলেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভয়! কাল তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

অভয়। নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে গিয়াছিলাম।

দারো। সেই গ্রামে তুমি কি জন্য গমন করিয়াছিলে?

অভয়। কাজের চেষ্টায়।

দারো। কোনরূপ কাজের যোগাড় করিতে পারিয়াছ কি?

অভ। না মহাশয়, কোনরূপ যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই তবে একটী লোক একটু আশ্বাস দিয়াছে মাত্র। কিন্তু মহাশয়, আমার আজ কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে কিছু হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

দারো। কাল তোমার আহার হইয়াছিল?

অভয়। হাঁ মহাশয়। যিনি আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন,তিনিই কল্য আমাকে আহার দিয়াছিলেন।

দারো। তুমি যে বাক্সটী লইয়া গিয়াছিলে, সে বাক্সটী কোথায় রাখিয়াছ?

অভয়। কিসের বাক্স মহাশয়?

দারো। রামহরি ঘোষের গদি হইতে যে বাক্স তুমি ও তোমার স্ত্রী যশোদা উভয়ে মিলিয়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছ, সেই বাক্স ও তাহার মধ্যে যে টাকা ছিল আমি-তাহারই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অভয়। মহাশয়, রামহরি ঘোষ আমার পুরাতন মনিব, তাঁহার অন্নে অনেক দিবস প্রতিপালিত, এখনও সময় সময় তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহার কোন দ্রব্য আমা কর্ত্তৃক কোনরূপ লোকসান হইবে না: আমি অনকষ্টে মরিতেছি, অনেক দিবস উপবাসে দিনযাপন করিয়াছি, কিন্তু চুরি করিতে শিখি নাই। যদি আমি চুরি করিতাম, তাহা হইলে আমার এরূপ অবস্থা কখনই ঘটিত না। কয়ালি কার্য্যে বিস্তর চুরি আছে সুতরাং কয়ালী করিয়া অনেকে বড় মানুষ হইয়া যায়। ঈশ্বর আমাকে সেরূপ মতি-গতি দেন নাই বলিয়াই আমার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

দারো। কাল তুমি যে গ্রামে ও যে যে ব্যক্তির নিকট গমন করিয়াছিলে, তাহা আমাকে দেখাইতে পারিবে?

অভয়। কেন পারিব না? আমি যে স্থানে গমন করিয়াছিলাম ও যাহার যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার সমস্তই আমি আপনাকে দেখাইয়া দিব।

অভয়ের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু তাহার একটী জবানবন্দী লিখিয়া লইলেন। কোন্ সময় অভয় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কাহার নিকট গমন করিয়াছিল, কাহার সহিত কোন্ সময় সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কাহার

সহিত কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কোন্ স্থানে আহার করিয়াছিল, কোন্ সময় সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছ প্রভৃতি সমস্ত অবস্থা একখানি কাগজে বিস্তারিত রূপে লিখিয়া লইয়া তাহার কথা সত্য কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত অভয়কে সঙ্গে লইয়া থানা হইতে প্রস্থান করিলেন, ও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, অভয় যাহা যাহা বলিয়াছে তাহার একটী কথাও মিথ্যা নহে।

এই সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া যখন দারোগা বাবু রামহরি ঘোষের গদিতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন সন্ধ্যা হইতে অতি অল্প মাত্র দেরী আছে।

দারোগা বাবু অভয়ের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া সেইস্থানে একটু বিশ্রাম করিবার পরই রামহরি ঘোষের সেই নূতন কয়াল আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল ও রামহরি ঘোষকে একান্তে লইয়া গিয়া চুপি চুপি তাঁহাকে কি কহিল। রামহরি তাহার সমস্ত কথা স্থির ভাবে শুনিয়া দারোগা বাবুকে সেইস্থানে ডাকিলেন। দারোগা বাবু সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে রামহরি তাঁহাকে কহিলেন, আমার কয়াল কি বলিতেছে, তাহা একবার বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন ও দেখুন, তাহার কথা কতদূর সত্য।

রামহরির কথা শুনিয়া দারোগা বাবু সেই কয়ালকে কহিলেন, "কিহে, তুমি কি বলিতে চাহ?"

কয়াল। মহাশয় আমি সংবাদ পাইয়াছি, রামহরি বাবুর বাক্স অভয় চুরি করিয়াছে?

দারো। কাহার নিকট হইতে তুমি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছ?

কয়াল। যে অভয়কে বাক্স লইয়া যাইতে দেখিয়াছে তাহারই নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

দারো। তিনি কে?

কয়াল। তিনি কোন গৃহস্থ ঘরের বউ, আমি তাহার নাম বলিব না।

দারো। তাহার নাম না বলিলে আমরা কিরূপে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিব যে, তিনি কিরূপে অভয়কে বাক্স লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন ও কোথাই বা দেখিয়াছেন?

কয়াল। আপনি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না, সে গৃহস্থ ঘরের বউ, সে কোনরূপেই আপনার সম্মুখে আসিবে না বা জিজ্ঞাসা করিলেও সে আপনার কথার কোনরূপ উত্তর প্রদান করিবে না। আমি তাহার নিকট হইতে সমস্তই জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছি, আপনি যাহা জানিতে চাহেন, বোধ হয় তাহার সমস্ত কথার উত্তর প্রদান করিতে পারিব, আর যে কথার উত্তর পারিব দিতে না, সুযোগমত তাহা তাহার নিকট হইতে জানিয়া আপনাকে বলিব।

দারো। সে তোমাকে কি বলিয়াছে বল দেখি?

কয়াল। সে আমাকে বলিয়াছে, দিবা-

ভগে একটী জঙ্গলের ভিতর সে শৌচ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিল, সেই স্থান হইতে সে দেখিতে পায়, একটী বাক্স হস্তে অভয় সেই জঙ্গলের নিকট দিয়া গমন করিয়া একটী খড়ের গাদার মধ্যে সেই বাক্স লুকাইয়া রাখে, এবং তথা হইতে অতি সন্তর্পণে প্রস্থান করে।

দারো। যে খড়ের গাদার ভিতর অভয় বাক্সটী লুকাইয়া রাখিয়াছে, সেই খড়ের গাদাটী কি অভয়ের?

কয়াল। অভয় খড় কোথা পাইবে, সে খড়ের গাদা অপর লোকের।

দারো। সেই খড়ের গাদা আমাদিগকে কে দেখাইয়া দিবে ও সেই বাক্সই বা ঐ গাদার কোন্ স্থানে রাখিয়াছে, তাহাই বা কে দেখাইয়া দিবে?

কয়াল। অভয়কে একটু পীড়াপীড়ি করিলে সেই দেখাইয়া দিবে। আর সে যদি নিতান্তই না দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি দেখাইয়া দিব। আমাকে সেই স্ত্রীলোক সমস্তই দেখাইয়া দিয়াছে।

দারো। যদি সেই খড়ের গাদার মধ্যে সেই বাক্স পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোকের নাম আমাদিগের কাছে প্রকাশ করিতেই হইবে।

কয়াল। তা মহাশয় আমি কিছুতেই পারিব না, ইহাতে রামহরি বাবুর বাক্স পাওয়া যাক আর নাযাক।

দারো। সে বিষয় পরে দেখা যাইবে, এখন চল, কোন্ স্থানে অভয় ঐ বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিবে।

কয়ালকে এই বলিয়া দারোগা বাবু তখনই অভয়কে আনিবার নিমিত্ত একজন চৌকিদার পাঠাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৌকিদার অভয়কে আনিয়া সেইস্থানে উপস্থিত করিল।

অভয় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে দারোগা বাবু তাহাকে কহিলেন, "অভয়, তুমি রামহরি বাবুর বাক্স চুরি করিয়াছ, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে, ও বাক্স যে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহাও এখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় এখন আর কোন কথা গোপন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চল ঐ বাক্স এখন আমাদিগকে দেখাইয়া দাও।"

দারোগা বাবুর কথা শুনিয়া অভয় নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত কহিল, "সে কি মহাশয়,আমি বাক্স চুরি করিব কেন? আমি যে স্থানে ছিলাম, তাহা আপনি নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, সেইস্থান হইতে আসিয়া আমি চুরি করিলাম কি প্রকারে?

অভয়ের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু কহিলেন, "সে বিষয় পরে দেখা যাইবে, এখন আইস, যে স্থানে তুমি বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহা আমরাই তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া দারোগা বাবু অভয়কে লইয়া সেই কয়ালের সঙ্গে সেইস্থান হইতে

বহির্গত হইলেন। রামহরি ও অপরাপর যে সকল ব্যক্তি সেই সময় সেইস্থানে উপস্থিত ছিল, তাহারাও তাঁহাদিগের সঙ্গে গমন করিল।

কয়াল তাঁহাদিগের সকলকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে একটী জঙ্গলের নিকট গমন করিল। সেইস্থানে চারি পাঁচটী খড়ের গাদা ছিল, উহার একটী দেখাইয়া কহিল, 'ইহার মধ্যে অভয় সেই অপহৃত বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছে ও যে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে সেই স্থানটীও দেখাইয়া দিল।

দারোগা বাবু সেইস্থান অনুসন্ধান করিবা মাত্র সেই অপহৃত বাক্স প্রাপ্ত হইলেন। ঐ বাক্সটী বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে উত্তমরূপে দেখিলেন, কিন্তু উহার ভিতর কোন অর্থ বা অপর কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন না, সকলই অপহৃত হইয়াছে। কেবল যে সকল কাগজ বা চিটি পত্র ছিল তাহাই রহিয়াছে। বাক্সটী ভাঙ্গা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, কোন চাবি দ্বারাই উহা খোলা হইয়াছে।

বাক্সের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, যে ব্যক্তি ঐ বাক্স অপহরণ করিয়াছে, সে উহা খুলিয়া উহার মধ্যস্থিত সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য বাহির করিয়া লইয়া খালি বাক্সটী ঐ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

দারোগা বাবু অভয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু অভয় কিছুতেই কোন কথা স্বীকার করিল না, কিন্তু দারোগা, বাবু রামহরি ঘোষ ও সেইস্থানে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সকলেরই বিশ্বাস হইল যে অভয়ই এই কার্য্য করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দারোগা বাবু অভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া সেই বাক্স সমেত থানায় লইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, রামহরি ঘোষের গদি হইতে যে বাক্স চুরি হইয়াছিল, তাহা পাওয়া গিয়াছে। অভয়ই চুরি করিয়াছিল।

দারোগা বাবু থানায় গিয়া এই মকর্দ্দমার ডায়েরি লিখিতে বসিলেন। ডায়েরি লিখিতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইল।

১ম চিন্তা,—অভয়কে এই মোকর্দ্দমায় আসামী করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিলে তাহার দণ্ড হইবে কি প্রকারে? যে দিবস ও যে সময় ঐ বাক্স রামহরি ঘোষের গদি হইতে অপহৃত হয়, সেই দিবস ও সেই সময় অভয় বাড়ীতে ছিল না, যে গ্রামে ছিল সেই গ্রামের লোক আমার নিকট সে কথা বলিয়াছে ও আবশ্যক হইলে আদালতে গিয়াও তাহারা সে কথা বলিবে।

২য় চিন্তা,—যে স্ত্রীলোক অভয়কে বাক্স

লুকাইয়া রাখিতে দেখিয়াছে, তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। কয়াল কিছুতেই তাহার নাম প্রকাশ করিতে চাহে না।

৩য় চিন্তা,—অভয় কোন কথা স্বীকার করিতেছে না, ও যে স্থানে সে বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহাও সে আমাদিগকে দেখাইয়া দিল না, ও অপহৃত মূল্যবান দ্রব্যাদি কিছুই পাওয়া গেল না। এরূপ অবস্থায় বিচারক কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অভয়কে দণ্ড প্রদান করিবেন? অথচ বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অভয়ই এই চুরি করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অভয় যে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইবে তাহা ত বাঞ্ছনীয় নহে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া দারোগা বাবু পরিশেষে স্থির করিলেন, যখন বুঝা যাইতেছে যে, অভয় কর্ত্তৃক এই বাক্স অপহৃত হইয়াছে, তখন সে যে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইবে তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। অভয়ের উপর এই মকর্দ্দমা ঠিক করিয়া তাহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য।

এইরূপ স্থির করিয়া দারোগা বাবু যেমন তাহার কাগজ-পত্র লইয়া ডায়েরি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি যশোদা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

যশোদা পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছিল যে, অভয় চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া থানায় আনীত হইয়াছে। নূতন কয়াল ষড়যন্ত্র করিয়া বিনা দোষে তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছে। যশোদা জানিত, অভয়ের যতই কেন দোষ থাকুক না, সে চোর নহে। বিনা অপরাধে সে জেলে যাইবে ইহা যশোদা কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিবে না। বিনা দোষে দারোগা বাবু যদি তাঁহাকে জেলে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে সেই বা এইস্থানে থাকিয়া কি করিবে? একে তাহারা দারিদ্র্য নিবন্ধন বিশেষরূপ কষ্ট পাইতেছে, তাহার উপর আবার এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় অভয় যাহাতে পরিত্রাণ পায়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য, অভয়ের পরিবর্ত্তে হয় সে নিজে জেলে যাইবে, না হয় উভয়েই জেলে বাস করিবে। অনশনে তাহারা যেরূপ কষ্ট পাইতেছে তাহাতে তাহাদিগের জেলে বাস করাই মঙ্গল। সেইস্থানে তাহারা যতদিন থাকিবে, ততদিন পেট ভরিয়া তো খাইতে পাইবে!

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া যশোদা দারোগা বাবুর সম্মুখে গিয়া কহিল, মহাশয়, আপনি আমার স্বামীকে চুরির অপরাধে ধরিয়া আনিয়াছেন; সে চুরি করে নাই, তাহাকে ছাড়িয়া দিন। চুরি আমি করিয়াছি, আমাকে দণ্ড প্রদান করুন।

যশোদার কথা শুনিয়া দারোগা বাবু তাঁহার ডায়েরি লেখা বন্ধ করিলেন ও যশোদার দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি কি বলিলে? অভয় চুরি করে নাই, চুরি করিয়াছ তুমি?"

যশো। হাঁ মহাশয়, আমার স্বামী চুরি

করে নাই, আমিই চুরি করিয়াছি। আমার স্বামী চোর নহেন।

দারো। তুমি কোন্ সময়ে চুরি করিলে?

যশো। যে সময় আমি রামহরি বাবুর আড়তে গিয়াছিলাম, সেই সময়েই আমি ঐ বাক্স অপহরণ করি।

দারো। সে সময় আড়তে কি কেহ ছিল না?

যশো। আমি অপর কাহাকেও সেই সময় সেই স্থানে দেখিতে পাই নাই, কেবল একজন গোমস্তা গদির উপর শয়ন করিয়া একটী বাক্সের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। সেই সময় অপর বাক্সটী আমি উঠাইয়া লইয়া যাই।

দারো। যে সময় তুমি রামহরি বাবুর গদি হইতে আসিতে ছিলে, সেই সময় তাঁহার আর একজন গোমস্তার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু সে সময় তোমার নিকটেতো কোন বাক্স ছিল না।

যশো। বাক্স দিনমানে হাতে করিয়া আনিলে কোন না কোন লোকে দেখিতে পাইবে এই ভাবিয়া আমি এক স্থানে উহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পর আমি উহা বাহির করিয়া আনি।

দারো। ঐ বাক্স তুমি খুলিলে কি প্রকারে?

যশো। উহা খোলা ছিল।

দারো। উহার ভিতর যে সকল টাকা কড়ি ছিল তাহা কোথায়?

যশো। তাহা আমি আমার স্বরের পশ্চাৎ ভাগে এক স্থানে রাখিয়াছিলাম, সেই স্থান হইতে কে উহা লইয়া গিয়াছে।

দারো। খালি বাক্সটী কোথায় রাখিয়া দিয়াছিলে?

যশো। গ্রামের বাহিরে একটী জঙ্গলের নিকট।

দারো। একটী বিচালি গাদার মধ্যে কি?

যশো। হাঁ মহাশয়।

দারো। তুমি ঐ স্থান আমাকে দেখাইতে পারিবে?

যশো। পারিব।

যশোদার এই কথা শুনিয়া দারোগাবাবু তাঁহার ডাইরি লেখা বন্ধ করিয়া উঠিলেন ও যশোদাকে কহিলেন, আমার সহিত আইস আমি ঐ সকল জায়গা তোমার নির্দ্দেশ মত দেখিতে চাই।

দারোগাবাবুর কথা শুনিয়া যশোদা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। প্রথমেই রামহরির গদিতে গিয়া যে স্থানে তাঁহার একজন গোমস্তা বাক্স উপাধান করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিল, সেই স্থানে সেই বাক্স ও সেই গোমস্তাকে যশোদা দেখাইয়া দিল। যশোদা নিজ চক্ষে যাহা দেখিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দেওয়া যশোদার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হইল না।

যে স্থানে অপহৃত বাক্সটী থাকিত, তাহা যশোদা উত্তমরূপে জানিত, যখন সে রামহরি

বাবুর নিকট কিছু সাহায্যের নিমিত্ত আসিয়াছিল, তখনই সে ঐ বাক্স দেখিয়াছিল। সুতরাং অনায়াসেই সে সেই স্থান দেখাইয়া দিয়া কহিল, "এই স্থান হইতে আমি বাক্সটী অপহরণ করিয়াছিলাম।"

আড়তের মধ্যবর্ত্তী একটী স্থানে কতকগুলি অব্যাবহার্য্য দ্রব্য রক্ষিত ছিল, সেই স্থান দেখাইয়া দিয়া যশোদা কহিল, এই স্থানে সেই সময় সে ঐ বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছিল, রাত্রিকালে সময় মত সে ঐ বাক্স সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য এটী যশোদার মিথ্যা কথা।

যে স্থানে অপর গোমস্তার সহিত যশোদার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই স্থান যশোদা দারোগাবাবুকে দেখাইয়া দিল।

পরিশেষে যশোদা দারোগা বাবুকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল, বাড়ীর পশ্চাতে এক স্থানে একটী ছাইর গাদা ছিল, ঐ স্থান দেখাইয়া দিয়া যশোদা কহিল ঐ বাক্সের মধ্যে যাহা কিছু ছিল, তাহার সমস্ত একখানি নেকড়ায় বাঁধিয়া সে ঐ ছাই গাদার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু পরে যখন সে উহার অনুসন্ধান করে, তখন আর দেখিতে পায় না। সেই স্থান হইতে কে উহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। যশোদার একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সে কোন দ্রব্য অপহরণক রিয়াছিলনা বা ঐ ছাই গাদার মধ্যে কোন দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়াছিল না।

এই সমস্ত স্থান দেখাইয়া দিয়া সর্ব্ব শেষে যে স্থানে সেই অপহৃত বাক্স পাওয়া গিয়াছিল সেই স্থানে দারোগা বাবুকে লইয়া সে গমন করিল, কিন্তু যে খড়ের গাদার ভিতর ঐ বাক্স পাওয়া গিয়াছিল সেই খড়ের গাদা দেখাইয়া দিতে পারিল না। ঐ স্থান হইতে একটু দূরে আর একটী খড়ের গাদা ছিল, সেইটী দেখাইয়া দিয়া কহিল, এই খড়ের গাদার ভিতর সে বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

যে স্থানে যশোদা কখন কোন বাক্স রাখে নাই, সেই স্থান সে কিরূপে দেখাইবে!

এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া দারোগা বাবু যশোদাকে লইয়া থানায় গমন করিলেন যশোদা যখন নিজ মুখে তাহার সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া লইতেছে তখন দারোগা বাবু তাহাকে একেবারে অব্যাহতি দেনই বা কি প্রকারে? তাহাকেও ধৃত করিয়া ঐ বাক্স চুরি-মকর্দ্দামার আসামী করিলেন। এখন এই মকর্দ্দামার আসামী হইল দুইজন—অভয় ও যশোদা।

দারোগা বাবু থানায় আসিবার পরই এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধানের ডাইরি তাঁহাকে শেষ করিতে হইবে। কিরূপে তিনি তাঁহার ডাইরি লিখিয়া এই মকর্দ্দামা খাড়া করিবেন এখন সেই চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনে উদয় হইল।

সেই মকর্দ্দামা সম্বন্ধে তিনি অনেক

ভাবিলেন। ভাবিলেন যেরূপ অবস্থায় বাক্স পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অভয়ের কোন রূপে দণ্ড হইবে না। যশোদা নিজে চুরি করিয়াছে বলিয়া এখন স্বীকার করিতেছে, তাহার স্বীকার বাক্য ব্যতীত তাহার উপরই বা এমন কি প্রমাণ আছে যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে চালান দিতে পারি। সে যদি বিচারকের নিকট গিয়া তাহার দোষ স্বীকার করিয়া না লয় তাহা হইলে তাহারও দণ্ড হইবে না।

এরূপ অবস্থায় আমি যাহার উপর যেরূপ প্রমাণ পাইতেছি, তাহার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া দিলে অভয় ও যশোদার উপর এই মকর্দ্দামা কোন রূপেই দাঁড়াইতে পারিবে না। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি ডাইরি লিখিবার সময় নিজের ইচ্ছামত ঐ মকর্দ্দামা সাজাইয়া লইলেন। তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ডাইরি পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন :—

১। যে সময় রামহরি ঘোষের গদি হইতে বাক্স অপহৃত হয় তাহার কিছু পূর্ব্বে এক ব্যক্তি যশোদাকে রামহরি ঘোষের গদির দিকে যাইতে দেখিয়াছিল।

২। রামহরি ঘোষের দ্বিতীয় কর্ম্মচারী আহারাদি করিয়া যখন গদিতে প্রত্যাগমন করিতেছিল সেই সময় সে যশোদাকে সেই স্থান হইতে বাহির হইতে দেখে, তাহাকে দেখিয়া যশোদা দ্রুতগতি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে, সেই সময় তাহার বাম বাহুর নিম্নে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত বাক্সের ন্যায় কি একটী দ্রব্য ছিল। যখন সেই কর্ম্মচারী গদিতে আসিয়া দেখে, গদির একটী বাক্স নাই তখন যশোদার উপর তাহার সন্দেহ হয়, ও সে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তখনই বাহির হইয়া যায় কিন্তু যশোদাকে কোন স্থানে খুঁজিয়া পায় না, এ কথা তিনি দারোগা বাবুকে প্রথমেই বলিয়াছিলেন।

৩। রামহরি ঘোষের নূতন কয়াল রাত্রিকালে অভয়কে গ্রামের বাহিরে বিচালি গাদার দিকে গমন করিতে দেখিয়াছিল, সেই সময় অভয়ের হস্তে বস্ত্রাচ্ছাদিত বাক্সের ন্যায় কি একটী দ্রব্য ছিল।

৪। অভয় ধৃত হইবার পর সমস্ত কথা স্বীকার করে ও কয়েক জন সাক্ষীর সম্মুখে সে দারোগা বাবুকে লইয়া গিয়া গ্রামের প্রান্তস্থিত বিচালি গাদার মধ্য হইতে বাক্স বাহির করিয়া দেয়।

৫। যশোদা সমস্ত কথা পুলিসের নিকট স্বীকার করে ও যে স্থানে সে অপহৃত অর্থাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা সাক্ষীগণের সম্মুখে দেখাইয়া দেয়।

এই রূপ ভাবে ডাইরি লিখিতে আরম্ভ করিয়া ডাইরি লেখা শেষ হইবার পূর্ব্বে দারোগা বাবু যশোদাকে লইয়া, তাহার স্বীকার বাক্য লিখাইয়া লইবার নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে একজন অনারেরি মাজিষ্ট্রেটের

নিকট গমন করিলেন। দারোগা বাবুর নিকট যশোদা যে রূপ বলিয়াছিল তাঁহার নিকটও সেইরূপ বলিল তিনি যশোদার স্বীকার বাক্য লিখিয়া লইয়া দারোগা বাবুর হস্তে অর্পণ করিলেন।

এই সমস্ত প্রামাণের উপর নির্ভর করিয়া দারোগা বাবু যশোদাকে ঐ বাক্স চুরির অপরাধে এবং অভয়কে ঐ চুরির সাহায্য করা অপরাধে বিচারার্থ প্রেরণ করিলেন। উাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে জেলের হাজতে গমন করিল।

দারোগা বাবু তাঁহার ডাইরিতে যেরূপ লিখিয়াছিলেন রামহরি ঘোষের কর্ম্মচারী, তাঁহার নূতন কয়াল প্রভৃতি সকলেই সেইরূপ ভাবে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করিল।

দারোগা বাবু যে কেন এইরূপ প্রমাণাদির যোগাড় করিয়া দিয়া সেই নিরপরাধি দরিদ্র স্বামী ও স্ত্রীকে জেলে দিবার বন্দোবস্ত করিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। লেখক কেবল এইমাত্র বলিতে পারেন যে কোন কোন পুলিস কর্ম্মাচারীর স্বভাবই ঐ রূপ, ঐরূপ কার্য্য তাঁহাদিগের উপরিতন কর্ম্মচারীর অনুমোদিত না হইলেও কোন কোন পুলিস কর্ম্মচারী ঐ রূপ কার্য্য করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। নিজের বাহাদুরি ও কার্য্যপটুতা দেখাইবার নিমিত্ত বড় মকর্দ্দামার কিনারা করিতে না পারিলে এই রূপ ভাবেই ঐ সকল মকর্দ্দামার কিনারা করিয়া থাকেন ও তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারিগণের মনে এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া থাকেন যে তিনি একজন অতিশয় কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী। এইরূপ কর্ম্মচারীর উন্নতিও অতি শীঘ্র হইয়া থাকে, ও পরিশেষে তাঁহার পতন হইতেও কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। সুখের বিষয় এই যে ঐ রূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা অতি অল্প কিন্তু এই অল্প সংখ্যক কর্ম্মচারীর জন্যই পুলিস কর্ম্মচারিগণের এত বদনাম।

—:*:—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যে বিচারকের নিকট অভয় ও যশোদা বিচারার্থ প্রেরিত হইল তিনি একজন এ দেশীয় বিচারক, বিচার বিভাগে তিনি অল্প দিবস প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার বিচারে অনেকেই সন্তুষ্ট, যাহাতে তিনি যথার্থ বিচার করিতে পারেন, সেই দিকে তিনি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

ধার্য্য দিনে অভয় ও যশোদা বিচারার্থ তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। কোর্টইন্‌স্পেক্টার তাহাদিগের মকর্দ্দামা বিচারককে বুঝাইয়া দিলেন। বিচারক আসামীদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন ইহাদিগের অবস্থা এরূপ শোচনীয় কেন?

কোর্ট ইঃ। ইহারা নিতান্ত দরিদ্র, সকল দিবস ইহাদিগের অন্নের সংস্থান হয়

না। প্রায়ই অনশনে ইহাদিগকে দিন অতিবাহিত করিতে হয়, সেই জন্যই ইহাদিগের অবস্থা এইরূপ দেখিতেছেন।

বিচারক। ইহাদিগের উকীল কে?

কোর্ট ইঃ। উকীলতো কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয় ইহারা কোন উকীল দেয় নাই।

বিচারক। (অভয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া) তোমাদিগের কোন উকীল আছে?

অভয়। অন্নের সংস্থান করিতে পারি না উকীল দিব কোথা হইতে।

বিচারক। এ আদালতে অনেক উকীল আছেন যাঁহারা নিজের কার্য্য করিয়া পরের কার্য্য করিতে অনেক সময় পান, তাঁহাদিগের কাহারও কর্ত্তব্য যে তিনি দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করেন।

কোর্ট ইঃ। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, আসামীর পক্ষ কোন আইনজিবীর দ্বারায় সমর্হিত হইলে, উভয় পক্ষ্য হইতে সকল কথা বহির হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাতে সুবিচারের বিশেষ সুবিধা হয়।

বিচারকের সহিত কোর্ট ইনেস্পেক্টারের যখন এইরূপ কথা হইতেছিল সেই সময় সেই স্থানে একজন নূতন উকীল বসিয়াছিলেন। তিনি বিচারকের কথা শুনিয়া কহিলেন যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে আমি ইহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হই।

উকীলের কথায় বিচারক সম্মত হইলেন, সেই উকীল অভয় ও যশোদার পক্ষ হইতে উকীল নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য ওকালত-নামার খরচা সেই উকীল বাবুকেই বহন করিতে হইল।

মকর্দ্দামা আরম্ভ হইলে ফরিয়াদীর পক্ষে যে সকল সাক্ষী ছিল তাহাদিগের সকলের সাক্ষ্য গ্রহীত হইল। দারোগা বাবু যেরূপ ভাবে এই মকর্দ্দামার ডাইরি লিখিয়াছিলেন সাক্ষিগণও সেইরূপ ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিল। এই মকর্দ্দামায় সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দারোগা বাবুকেও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তিনি অবলীলা ক্রমে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন যে অভয় তাঁহার নিকট সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে গ্রামের প্রান্তভাগে লইয়া যায় এবং সাক্ষিগণের সম্মুখে বিচালি গাদার মধ্য হইতে ঐ বাক্স বাহির করিয়া দেয়।

ফরিয়াদীর পক্ষীয় সাক্ষিগণের জবান বন্দী হইয়া যাইবার পর উকীল বাবু একে একে ঐ সকল সাক্ষীর জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। জেরায় সমস্ত প্রকৃত কথা বাহির হইয়া পড়িল।

জেরায় বাহির হইল রামহরি ঘোষের কর্ম্মচারী যশোদাকে গদি হইতে বাহির হইতে দেখে নাই, তাহার বাম বাহুর নিম্নে কাপড়ের মধ্যে লুক্কাইত কোন দ্রব্য সে দেখে নাই।

জেরায় বাহির হইয়া পড়িল, যে দিবস

রামহরি যোষের গদি হইতে ঐ বাক্স অপহৃত হয় সেই দিবস অভয় সেই গ্রামেই ছিল না। অপর একখানি গ্রামে ছিল ও সেই গ্রামের অনেকেই তাহা অবগত আছে।

জেরায় বাহির হইল বিচালি গাদার মধ্য হইতে ঐ বাক্স অভয় বাহির করিয়া দেয় না, উহা বাহির করিয়া দেয় রামহরি ঘোষের সেই নূতন কয়াল।

জেরায় বাহির হইল সেই নূতন কয়ালের সংবাদ মত দারোগা বাবু অভয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

জেরায় বাহির হইল অভয় দারোগা বাবুর নিকট এই চুরি সম্বন্ধে কোন কথা স্বীকার করে নাই বরং প্রথম হইতেই সে বলিয়া আসিতেছে সে ইহার কিছুমাত্র অবগত নহে।

জেরায় বাহির হইল দারোগা বাবুর ডাইরিতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত নহে, প্রকৃত কথা গোপন করিয়া ঐ ডাইরি লিখিত হইয়াছে।

জেরায় বাহির হইল আপন স্বামীকে জেল হইতে বাঁচাইবার নিমিত্ত যশোদা মিথ্যা করিয়া সমস্ত দোষ নিজের উপর লইয়াছে ও অনারেরি মাজিষ্ট্রেটের নিকট পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছে।

ক্রমান্বয়ে তিন দিবস কাল এই মকর্দ্দামার জেরা চলিল। নূতন উকীল মহাশয় সুযোগ পাইয়া নিজের ক্ষমতা তাঁহার সাধ্য মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জেরায় যখন ঐরূপ নানা কথা বাহির হইতে লাগিল সেই সময় আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, সকলেই আপনাপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই মকর্দ্দামা শুনিতে লাগিলেন। অপরাপর উকীলগণের মধ্যে অনেকেই আসিয়া ঐ আদালত গৃহ পূর্ণ করিয়া বসিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ উকীল বাবুকে পরামর্শ প্রভৃতি দানে ও জেরার বিষয় সকল বলিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই মকর্দ্দামার কথা ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। জেরায় এই মকর্দ্দামা ক্রমে অন্যরূপ ধারণ করিতেছে, এই কথা কোর্ট ইনস্পেক্টার সেই ডিবিজানের ইনস্পেক্টারকে লিখিলেন। ইনস্পেক্টার বাবু সংবাদ পাইবামাত্র সেই আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সেই স্থানে বসিয়া এই মকর্দ্দামার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন।

তিন দিবস পরে জেরা শেষ হইয়া গেল, বিচারকের বিশেষরূপ প্রতীতি জন্মিল যে, অভয়ও যশোদা কর্ত্তৃক এই চুরি হয় নাই তাহারা বিনাদোষে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার আরও মনে হইল রামহরি ঘোষের নূতন কয়াল এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধানের সময় যেরূপ ভাবে পুলিসকে সাহায্য করিয়াছে, ও অভয় ও যশোদার বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছে, সেরূপ প্রায় কেহই করে না।

এরূপ অবস্থায় সে নিজে ঐ চুরি করিয়া যাহাতে তাহার উপর পুলিসের কোনরূপ সন্দেহ না হয়, তাহাই ঢাকিবার নিমিত্ত এই রূপ করিয়া থাকিবে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ৭ দিবসের জন্য এই মকর্দ্দামা মুলতুবি করিলেন ও ইনেস্পেক্টার বাবু যিনি সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার মনের ভাব বলিয়া তাঁহাকেই ঐ মকর্দ্দামার পুনরায় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উপরোধ করিলেন, ও আরও বলিয়া-দিলেন, তিনি যেন সেই দারোগা বাবুর দ্বারা ইহার পুনরানুসন্ধান না করাইয়া নিজেই যেন, ইহার অনুসন্ধান করেন।

—:০:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইনেস্পেক্টার বাবু বিচারকের আদেশ প্রতিপালন করিলেন সেই কয়ালকে সঙ্গে লইয়া তখনই তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইনেস্পেক্টার বাবুর সর্ব্ব প্রথম কার্য্য হইল সেই কয়ালের বাড়ীতে খানাতল্লাসি করা। পাড়ার কয়েক জন প্রতিবেশীকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে তিনি উহার ঘর অনুসন্ধান করিলেন, তাহার ঘরে কাষ্ঠের একটী বড় বাক্স ছিল, ঐ বাক্সের চাবি কয়াল সর্ব্বদাই নিজের নিকট রাখিত। ইনেস্পে-ক্টার বাবু ঐ বাক্সটি অনুসন্ধান করিবামাত্র তাহার ভিতর হইতে রামহরির তোড়া সহিত সমস্ত অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। তৎব্যতীত একখানি নেক্‌ড়ায় বাঁধা এক জোড়া সোনার বালাও পাইলেন। এই সমস্ত দ্রব্য বাহির হইলে ঐ বাড়ীর খানা তল্লাসি করিবার আর প্রয়োজন হইল না। তিনি তখনই রামহরি ঘোষকে সেই স্থানে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র রামহরি ঘোষ তাঁহার পুত্র ও গোমস্তা দ্বয়ের সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও অর্থপূর্ণ তোড়া দেখিয়া তাঁহারা সকলেই চিনিতে পারিলেন ও কহি-লেন, যে বাক্স বিচালি গাদার মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে উহার মধ্যেই এই তোড়া সমেত এই অর্থ ছিল। সেই সমস্ত অর্থ সেই স্থানে সকলের সম্মুখে গণিয়া দেখা গেল যে উহা হইতে কেবলমাত্র দশটী মুদ্রা কম পড়িয়াছে।

নেক্‌ড়ায় বাঁধা যে সোনার বালা পাওয়া গিয়াছিল তাহা দেখিয়া তাঁহারা উহাও চিনিতে পারিলেন' ও কহিলেন যে সময় গদি হইতে বাক্স অপহৃত হয় সেই সময় এই বালাও ঐ বাক্সের ভিতর ছিল। ঐ বালা যে উহার ভিতর ছিল এ কথা পূর্ব্বে কাহার মনে ছিল না। ঐ বালা রামহরি ঘোষের নহে, বহু দিবস পূর্ব্বে গ্রামের একটী ভদ্র লোক ঐ বালা যোড়াটী তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত উহা লোহার সিন্ধু-

কের ভিতরই থাকিত। এই চুরি হইবার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে যাঁহার বালা তিনি উহা বাহির করিয়া রাখিতে বলেন ও কহেন তিনি সুদ সমেত সমস্ত টাকা প্রদান করিয়া ঐ বালা খালাস করিয়া লইয়া যাইবেন। এই নিমিত্ত ঐ বালা লোহার সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া বাক্সের ভিতর রাখা হয়; তাহার পর এই পর্য্যন্ত তিনি আর ঐ বালা লইতে আসেন নাই, সুতরাং ঐ বালা ঐ বাক্সের ভিতরই রহিয়া গিয়াছিল।

ইনস্পেক্টার বাবুর অনুসন্ধান এক দিবসেই শেষ হইয়া গেল, গ্রামস্থ সমস্ত লোক এই অবস্থা দৃষ্টে বিশেষরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, সকলেই অভয় ও যশোদার নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও কয়ালকে যৎপরোনাস্তি গালি দিতে লাগিলেন।

রামহরি ঘোষের যে কর্ম্মচারী মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন তিনি এখন ভাবিতে লাগিলেন, দারোগা বাবুর পরামর্শে তিনি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছেন? ইনেস্পেক্টার বাবু সেই কয়ালকে ধৃত করিলেন, ও তাহাকে লইয়া সেই বিচারকের নিকট উপস্থিত হইলেন ও যে সকল অবস্থা ঘটিয়াছিল, ও যেরূপে অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে কহিলেন, তিনি সেই কয়ালের নামে সেই চুরি মকর্দ্দামা দায়ের করিয়া তাহাকে চালান দিতে কহিলেন।

ইনেস্পেক্টার বাবু বিচারকের আদেশ প্রতিপালন করিলেন সেই কয়ালকে আসামী করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিলেন।

তিনি যে কেবল সেই কয়ালকেই বিচারার্থ প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে এই স্থানে তাঁহার আর যে টুকু কর্ত্তব্য ছিল তাহাও তাঁহাকে করিতে হইল। তিনি তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট ঐ দারোগা বাবু সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা রিপোর্ট করিলেন ও পরিশেষে ঐ মকর্দ্দামার অবস্থা কি রূপ দাড়াইয়াছে তাহাও তিনি লিখিলেন। তাঁহার প্রেরিত রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উপরিতন ইংরাজ কর্ম্মচারী দারোগা বাবুকে তাঁহার কার্য্য হইতে অস্থায়ী ভাবে অবসারিত করিলেন। অর্থাৎ এই আদেশ হইল যে, যে পর্য্যন্ত ঐ মকর্দ্দামার চূড়ান্ত বিচারশেষ না হয় সেই পর্য্যন্ত দারোগা বাবু তাঁহার কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। মকর্দ্দামার বিচার শেষ হইয়া গেলে বিচারক কি রূপ আদেশ প্রদান করেন তাহা দেখিয়া পরিশেষে আদেশ প্রদান করা যাইবে যে তাঁহার বিপক্ষে কোন মকর্দ্দামা চালান হইবে কি নিজের বিভাগ হইতে তাঁহাকে কোন রূপে দণ্ডিত করা যাইবে বা বিনা দণ্ডে তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে। আরও আদেশ হইল যে পর্য্যন্ত তিনি অপর আদেশ প্রাপ্ত না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি অপর কোন স্থানে গমন করিতে পারিবেন না।

ধার্য্য দিবসে পুনরায় মকর্দ্দামার বিচার

আরম্ভ হইল, অভয় ও যশোদা হাজত হইতে আসিল। কয়ালকেও সেই স্থানে আনা হইল।

এই মকর্দ্দামা দেখিবার নিমিত্ত ইহার পূর্ব্বে এই বিচারগৃহ যেরূপ লোকারণ্য হইয়া ছিল, আজ তাহা অপেক্ষা আরও অধিক লোকের সমাগম হইল। আদালতের উকীলগণ আপনাপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আদালতের অপরাপর কার্য্য এক রূপ স্থগিদ রহিল।

বিচারক অভয়ও যশোদার মকর্দ্দামা আরম্ভ না করিয়া সেই কয়ালের মকর্দ্দামা প্রথমেই আরম্ভ করিলেন। অভয় ও যশোদার মকর্দ্দামায় যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল তাহাদিগের অনেককেই এই মকর্দ্দামায় সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইল। যাহারা ইতিপূর্ব্বে হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে সকলেই এখন কহিল "দারোগা বাবুর আদেশ মত তাহারা ঐ রূপ বলিয়াছিল।" কয়ালের উপর এই মকর্দ্দামা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইলে বিচারক তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসরের জন্য জেলে প্রেরণ করিলেন, অভয় ও যাশোদাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। এই মকর্দ্দামার রায় লিখিবার সময় তিনি দারোগা বাবুর উপর বিশেষ তীব্র মন্তব্য প্রাকাশ ও সেই উকীল বাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

পুলিস বিভাগের উপরওয়ালা, দারোগা বাবুকে সহজে অব্যাহতি দিলেন না, মিথ্যা মকর্দ্দামা সাজান ও মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত করা অপরাধে দারোগা বাবুকে ফৌজদারি সোপরদ্ধ করিলেন। এই মকর্দ্দামার বিচার করিলেন অপর আর একজন ইংরাজ বিচারক বিচারে দারোগা বাবু ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন।

—:*:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আদালত হইতে বহির্গত হইয়া অভয় ও যশোদা আর সেই স্থানে দাড়াইল না, বা গ্রামের মধ্যে ও প্রবেশ করিল না। উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া, তাহাদিগের সেই স্থানের চির দিবসের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, সেই স্থানের চির পরিচিত ও বন্ধু বান্ধব দিগের মায়া ছিন্ন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তাহাদিগের সেই সামান্য কুটীর খানির দিকে এক বারের জন্যও দৃষ্টিপাত না করিয়া, জন্মভূমির মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চির দিবসের নিমিত্ত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তাহারা যে কোথায় ও কোন পথে যাইবে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে তাহার কিছুমাত্র উপায় নাই, তথাপি তাহারা চলিতে লাগিল। তাহারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে স্থানে দরিদ্রের দুঃখ কেহ বোঝে না, বিনা দোষে দরিদ্রকে জেলে দিতে

যে স্থানের লোক প্রস্তুত, অপর স্থানে অনশনে মরিলেও, সেই স্থানে আর এক দিবসের জন্য ও বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

তাহাদিগের চলিবার সামর্থ ছিল না তথাপি তাহারা ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে চলিতে লাগিল। সম্মুখে যে সুদীর্ঘ রাজবর্ত্ত দেখিতে পাইল তাহাই অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিল। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন না, সেই পর্য্যন্ত তাহারা চলিল। সন্ধ্যার পর একখানি গ্রামে আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইল। ঐ গ্রামে একঘর উগ্রক্ষত্রীয়ের অবস্থা ভাল ছিল, তাঁহার পাঁচ সাত খানি লাঙ্গলের চাষ হইত, রাখাল কৃষাণ ও চাকর চাকরাণী অনেক গুলি ছিল, এক বৎসর সুজন্মা হইলে, দুই তিন বৎসর আর কাহার অন্ন চিন্তা থাকিত না, তাঁহার ঘরে ধান চাউল, গম, ছোলা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ থাকিত। স্থূল কথায় অনেক গুলি লোক তাঁহা দ্বারা প্রতিপালিত হইত।

অভয় ও যশোদা সেই গ্রামে তাঁহারই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, ও সেই স্থানে আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। যাঁহার বাড়ীতে তাহারা সেই রাত্রি অতিবাহিত করিল তাঁহার সহিত অভয়ের সাক্ষাৎ হইলে কিরূপ বিপদে পড়িয়া তাহারা দেশত্যাগ করিতেছে তাহা তিনি অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ও তাহাদিগকে কলিকাতায় যাইবার পরামর্শ দিয়া কহিলেন সেই স্থানে গমন করিলে অনায়াসেই কোন না কোন কর্ম্মের সুবিধা হইবে, সেই স্থানে অনশনে মরিতে হইবে না, বিশেষ অভয় যখন কয়ালের কার্য্য জানে তখন হাটখোলা অঞ্চলের মহাজন পটীতে তাহার অনায়াসেই অন্নের সংস্থান হইবে। এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে সেই দিবস সেই স্থানে যাপন করিয়া রাখিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিল, যাইবার সময় পাঁচ সাত দিবস অনায়াসে চলিতে পারে এই পরিমিত চাউল ডাউল প্রভৃতি তিনি উহাদিগকে প্রদান করিলেন।

সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অভয় ও যশোদা পদব্রজে কলিকাতা অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দুই দিবস চলিবার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহারা যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই স্থান হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে রাস্তার ধারে কোন গ্রাম ছিল না। একটী লোকের নিকট জানিতে পারিল যে ঐ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধক্রোশ গমন করিলে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া যাইতে পারে।

সেই সময় আকাশ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ও প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইবার উপক্রম হইল, তখন তাহারা রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া সেই ক্ষুদ্র গ্রামের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল কিছুদূর গমন করিতে না করিতেই ভয়ানক

অন্ধকার হইয়া গেল, প্রবল বেগে ঝড় উত্থিত হইল, ও সেই সঙ্গে বৃষ্টিও আসিয়া উপস্থিত হইল। অভয় অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল, যশোদা সেই সময় তাহার প্রায় একশত হস্ত পশ্চাৎ পড়িয়াছিল। নিকটে একটী বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া অভয় দ্রুতপদে গমন করিয়া সেই বৃক্ষ তলে দণ্ডায়মান হইল।

অভয় সেই বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া যশোদাকে বার বার ডকিল, কিন্তু সেই ঝড় জলের মধ্যে তাহার কোনরূপ উত্তর না পাইয়া, সে কিয়ৎদূরে ফিরিয়া আসিয়া যশোদার অন্বেষণ করিল কিন্তু কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সে পুনরায় বৃক্ষ তলে গিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যশোদা অভয়কে আর দেখিতে পাইল না, সে যে কোথায় গেল তাহা জানিতে না পারিয়া অভয় অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, এই বিবেচনায়, সেই অন্ধকারের মধ্যে সে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। অভয় ও জানিতে পারিল না যে যশোদা কোথায় গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঝড় জল থামিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল। অভয় যশোদাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিল, যে গ্রামে তাহারা গমন করিতেছিল যশোদা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সেই গ্রামেই গমন করিয়াছে এই বিবেচনা করিয়া অভয় সেই গ্রামে গমন করিল, সেই স্থানে তাহার স্ত্রীর অন্বেষণ করিল কিন্তু কোন স্থানে তাহার কোনরূপ সন্ধান পাইল না। অভয় সেই গ্রামে দুই দিবস কাল অবস্থিতি করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ও অপরাপর স্থানে যশোদার অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোন স্থানে তাহার কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা অভিমুখে গমন করিল।

যশোদা সেই ঝড় জলের সময় সেই নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাহার স্বামী গমন করিতেছে ভাবিয়া সে সেই দিকে গমন করিতেছিল কিন্তু সেই প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে অন্ধকারের মধ্য দিয়া গমন করিবার কালীন তাহার দিক্‌ভ্রম জন্মিল, সে সেই গ্রামের দিকে গমন করিবার পরিবর্ত্তে অন্য দিক অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিল, ক্রমে একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল, সমস্ত রাত্রি একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিল, ও দেখিতে দেখিতে সে নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল, যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। সে গাত্রোত্থান করিল, দেখিল যে স্থানে সে শয়ন করিয়াছিল সেই স্থান হইতে একটু দূরে একটী রাজবর্ত্ম। সে সেই রাজবর্ত্মের উপর গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ রাজবর্ত্মের উপর দুই একজন লোক দেখিতে পাইল, তাহাদিগের নিকট জানিতে পারিল, সেই রাস্তা দিয়া গমন করিলে কলিকাতায়

যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যেরূপ ভাবে যশোদা চলিতেছিল তাহাতে ১০।১২ দিবস না চলিলে সে কোন ক্রমেই সেই স্থানে উপনীত হইতে পারিবে না।

যশোদা ভাবিল অভয় যে স্থানেই থাকুক সে কলিকাতায় যাইবে, সুতরাং কলিকাতায় গেলেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যশোদা জানিত না যে কলিকাতা কিরূপ স্থান। তাহার বিশ্বাস ছিল, যেরূপ গ্রামে যশোদা এত দিবস বাস করিয়া আসিয়াছে কলিকাতাও সেই প্রকারের একখানি গ্রাম হইবে, সুতরাং সেই স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে অভয়ের নিশ্চয়ই ঠিকানা করিতে পারিবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া যশোদা সেই রাস্তা অবলম্বনে কলিকাতা অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

যাইতে যাইতে রাস্তায় তাহার একজন সঙ্গি জুটিয়া গেল। সে তাহার এক জাতি ও সেও কলিকাতায় গমন করিবে এই পরিচয় দিয়া যশোদার সহিত প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল গমন করিল। দিবা আন্দাজ বারটার সময় যশোদা দেখিতে পাইল যে, যেদিক হইতে তাহারা আসিতেছিল সেই দিক হইতে একটী লোক দ্রুতবেগে তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ক্রমে সে আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিল ও যশোদার সঙ্গে যে ব্যক্তি গমন করিতেছিল তাহাকে চুপে চুপে কি বলিয়া সে সেই স্থান হইতে ঐ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে গমন করিল।

যে ব্যক্তি যশোদার সহিত গমন করিতেছিল, তাহার নিকট একটী ছোট গাঁট্‌রি ছিল, সে উহা যশোদার হস্তে প্রদান করিয়া কহিল সম্মুখে ঐ একখানি দোকান দেখা যাইতেছে ঐ স্থানে আমাদিগকে আহারাদি করিতে হইবে। তুমি ঐ স্থানে গমন করিয়া রন্ধনাদির যোগাড় কর, আমি এখনই আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব আমি না আসিলে তুমি ঐ স্থান হইতে অপর কোন স্থানে গমন করিও না।"

এই বলিয়া সে সেই রাস্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক দিকে গমন করিল, সে যে কে ও কোথায় গেল তাহার কিছুই যশোদা জানিতে পারিল না, সে তাহার গাঁট্‌রিটী লইয়া সেই দোকানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ স্থান হইতে ঐ দোকান বোধ হয় সহস্র হস্তের অধিক ছিল না। যশোদা ধীরে ধীরে গমন করিয়া ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, ও সেই দোকানের সম্মুখে একটী আম্র বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিল।

যশোদা সেই স্থানে গিয়া উপবেশন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই একদল পুলিস কর্ম্মচারী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান পুলিস কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি সেই মুদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে কোন অপরি-

চিত লোককে সে সেই দিবস সেই স্থান দিয়া গমন করিতে দেখে নাই, কেবলমাত্র এই স্ত্রীলোকটী এখনই আসিয়া ঐ স্থানে উপবেশন করিয়াছে। কর্ম্মচারী যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, একটী লোক তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, অপর আর একটী লোক অসিয়া তাহাকে কি বলিয়া যায়। সেও পরিশেষে তাহার একটী ছোট গাঁট্‌রি যশোদাকে দিয়া এই দোকান দেখাইয়া দেয়, ও যশোদাকে এই স্থানে আগমন করিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার উপদেশ দিয়া সেও শীঘ্র আসিতেছে এই বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে।

যশোদার নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কর্ম্মচারী বুঝিতে পরিলেন তাঁহারা যাহার অনুগমন করিতেছিলেন সে অগ্রেই তাহা জানিতে পারিয়া পলায়ন করিয়াছে।

যশোদার নিকট তাহার যে গাঁট্‌রিটী ছিল তাহা সেই কর্ম্মচারী সর্ব্ব সমক্ষে খুলিলেন ও দেখিলেন তিনি যে ডাকাইতি মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিতেছিলেন ও তাহাতে যে সকল অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল তাহার সমস্তই ঐ ছোট গাঁট্‌রির ভিতর ছিল।

যে দিবস ঐ লোকটী আসিয়া যশোদার সহিত মিলিত হয় তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রে এক খানি গ্রামে একটী ডাকাইতি হয় ও যে সকল অলঙ্কার যশোদার নিকট পাওয়া গেল সেই সকল অলঙ্কার অপহৃত হয়। পুলিস এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিতে করিতে অবগত হইতে পারেন যে গয়ারাম দাস নামক এক ব্যক্তি ঐ ডাকইতিতে সংমিলিত ছিল ও সমস্ত অলঙ্কার তাহার নিকট জমা ছিল, পরিশেষে সে সেই সকল অলঙ্কার কলিকাতায় বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বাড়ী হইতে প্রস্থান করিয়ছে।

এই সংবাদ পাইয়া উহাকে ধরিবার নিমিত্ত পুলিস কর্ম্মচারিগণ উহার অনুশরণ করিতেছিল, কিন্তু গয়ারাম রাস্তায় এই সংবাদ পাইয়া গহনা গুলি যশোদার নিকট রাখিয়া নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গল আশ্রয় করে। সে ভাবিয়াছিল তাহাকে দেখিতে না পাইলেই পুলিস কর্ম্মচারিগণ প্রস্থান করিবে। যশোদা যে ধৃত হইবে ও তাহার নিকট হইতে যে অলঙ্কার গুলি বাহির হইয়া পড়িবে তাহা গয়ারাম এক বারের জন্যও ভাবিয়াছিল না।

গয়ারাম দূর হইতে দেখিতে পাইল যশোদা ধৃত হইল অলঙ্কার গুলিও পুলিসের হস্তগত হইল সুতরাং সেও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পুলিস পরিশেষে নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাকে আর পাইলেন না। গয়ারামকে ধরিবার নিমিত্ত ইহার পরও অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কোন রূপ সুফল ফলে না।

এবার আর যশোদা নিষ্কৃতি পাইল না এই মকর্দ্দামায় দোষ না থাকিলেও বিনা দোষে সে দুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

যে রাত্রিতে অভয়া যশোদাকে হারাইয়াছিল সেই রাত্রিতে তাহার কোন রূপ সন্ধান করিতে না পারিয়া সেই প্রদেশে দুই তিন দিন থাকিয়া সে তাহার অনেক অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোন স্থানেই যশোদার সন্ধান না পাইয়া অনন্যোপায় হইয়া সে নিতান্ত মনের কষ্টে ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইহার পূর্ব্বে অভয় আর কখন কলিকাতায় আইসে নাই জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সে ক্রমে গিয়া হাটখোলায় উপস্থিত হইল। সেই স্থানে একটী আড়তে গমন করিয়া সে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী তাহাকে দেখিয়া সে কে, কোথা হইতে আসিতেছে কি কার্য্যের নিমিত্ত আসিয়াছে তাহার সমস্ত পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তাহার সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, তাহার স্ত্রীর অবস্থা শুনিয়া তাঁহার দয়া হইল, তিনি তাঁহার প্রধান কয়ালকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন এই ব্যক্তি কয়ালির কার্য্য অবগত আছে বলিতেছে ইহার দ্বারা যদি তোমার কোন রূপে সাহার্য্য হয়, তাহা হইলে ইহাকে তোমার নিকট রাখিয়া দেও।

সর্দ্দার-কয়াল প্রধান কর্ম্মচারীর কথা মত অভয়কে লইয়া তাহার নিজ স্থানে গমন করিল। সেই দিবস যে যে স্থানে তাহার কার্য্য হইল, সে নিয়ম মত সেই সেই স্থানে এক এক জন কয়ালকে পাঠাইয়া দিল, যে স্থানে সে নিজে গমন করিল সেই স্থানে সে অভয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল ও তাহার সম্মুখে অভয়কে কয়ালির কার্য্যে নিযুক্ত করিল। অভয় যেরূপ ভাবে তাহার কার্য্য সমাপন করিল, তাহা দেখিয়া সর্দ্দার-কয়াল বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইল। সেই দিবস হইতেই অভয়ের বেতন ধার্য্য হইয়া গেল।

সকলেই অভয়ের কার্য্যে দিন দিন বিশেষ রূপ সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

অভয়ের দারিদ্রতা দূর হইল ও তাহার কিছু অর্থের ও সম্মান হইল সত্য কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কিছুতেই অন্তর্হিত হইল না, যশোদার চিন্তাতেই সর্ব্বদা তাহাকে অস্থির করিত। অনশনে যে দিন অতিবাহিত করিয়াছে আজ সুখের দিবস সে দেখিতে পাইল না। এক মুষ্টি অন্নের জন্য যে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে, আজ সেই অন্ন সে অপরকে দিতে পারিল না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই প্রকারের নানারূপ চিন্তাতেই অভয়কে দিন অতিবাহিত করিতে হইত। অভয় নানা স্থানে, এমন কি গ্রামে পর্য্যন্ত যশোদার অনেক অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোন স্থানেই যশোদার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না।

এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইবার পর বিশেষ কোন কার্য্যের নিমিত্ত সর্দ্দার কয়ালকে দেশে গমন করিতে হইল। অভয়ই

তাহার স্থানে কার্য্য করিতে লাগিল। দেশ হইতে সেই সর্দ্দারকে আর ফিরিতে হইল না, সেই স্থানে হঠাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অভয়ও সেই সর্দ্দার-কয়ালের কার্য্যে নিযুক্তই থাকিল। ক্রমে অভয়ের ভাগ্য লক্ষী প্রসন্ন হইল, এক এক করিয়া ক্রমে তাহার চারিখানি খোলার বাড়ী হইল, পরিশেষে একটী জায়গা খরিদ করিয়া তাহার উপর দুইটী পাকা ঘরও প্রস্তুত করিয়া সে তাহাতেই বাস করিতে লাগিল। দুই বৎসরের মধ্যে অভয়ের অবস্থার এত দূর পরিবর্ত্তন হইল।

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইবার অতি অল্প দিবস বাকী থাকিতে অভয়ের অধীনস্থ একজন কয়ালের একটী মারপীট মকর্দ্দামায় ১০ দিবসের নিমিত্ত জেল হয়। অভয় তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিত ও তাহার মকর্দ্দামায় নিজ হইতে কিছু খরচও করিয়াছিল কিন্তু তাহাকে কোনরূপে বাঁচাইতে পারে না।

যে দিবস সেই কয়ালের জেল হইতে খালাস হইবার দিন ছিল সেই দিবস তাহাকে আনিবার নিমিত্ত অভয় অতি প্রত্যুষে হরিণ বাড়ীর জেলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। অভয়ের ইচ্ছা ছিল সেই কয়ালকে যেমন জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, অমনি সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে।

কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে অপেক্ষা করিবার পর অভয় দেখিল কয়েকজন স্ত্রীলোক কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উহারা বাহিরে অসিবামাত্র কেহ না কেহ উহাদিগকে লইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটী স্ত্রীলোক সেই স্থানে রহিয়া গেল। সে জেল হইতে বাহিরে আসিয়া জেলের সম্মুখে একটী বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিল। বোধ হইল সে কোথায় গমন করিবে তাহার মিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

অভয় দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল তাহার মনে কেমন একরূপ সন্দেহের উদয় হইল সে ধীরে ধীরে তাহার নিকট গমন করিয়া দেখিল তাহার মনে যে সন্দেহ উদয় হইয়া ছিল তাহা ঠিক। দেখিল ঐ স্ত্রীলোক আর কেহই নহে তাহার স্ত্রী যশোদা, যশোদা ও অভয়কে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, চক্ষু হইতে প্রবল বেগে জল ধারা পতিত হইয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যাইতে লাগিল। অভয়ও কোনরূপে অশ্রুজল সংবরণ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক, কয়ালকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে গাড়ি আনিয়াছিল তাহাতেই যশোদাকে উঠাইয়া লইল ও অন্যকথায় তাহার অবস্থা অবগত হইয়া সেই সময় তাহাকে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেই কয়াল ও জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল। অভয় তাহাকে কহিল "তোমাকে জেল হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিবার কালীন দেখিতে

পাই আমার স্ত্রী এই গাড়িতে আমার বাসায় যাইতেছে সুতরাং আমি ও সেই গাড়িতে উঠিয়া ভাবি তোমাকেও একেবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, তাই আমার স্ত্রীর সহিত তোমাকে লইতে আসিয়াছি, আমার স্ত্রী গাড়ির ভিতর আছে। আইস একত্রে এক গাড়িতে গমন করিয়া অগ্রে তোমাকে তোমার বাসায় পৌঁছিয়া দি।

কয়াল অভয়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই গাড়ির উপর উঠিল অভয় গাড়ির ভিতর তাহার স্ত্রীর সহিত উপবেশন করিল। কয়ালকে তাহার বাসায় নাবাইয়া দিয়া যশোদার সহিত অভয় আপন বাড়ীতে উপনীত হইল। যশোদা যে জেলে গিয়াছিল একথা কলিকাতায় আর কেহই জানিতে পারিল না। কয়েদিগণকে এক জেল হইতে অন্য জেলে বদলী করিবার নিয়ম আছে বলিয়া যশেদা ক্রমে হরিণবাড়ীর জেলে আসিয়াছিল বলিয়াই ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে তাহার স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল।

এতদিবস পরে যশোদার সমস্ত দুঃখ দূর হইল তাহার আর কোন রূপ কষ্ট রহিল না নিজের পাকা বাড়ীতে বাস করিয়া খোলার বাড়ীর ভাড়া সংগ্রহ করিয়া এবং অভয়ের উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া সে এখন মনের সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। দিন দিন তাহার যেরূপ সংস্থান হইতে লাগিল. দিন দিন দরিদ্র দিগকে অন্ন প্রদান করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্বকার অনশনের কষ্ট কিয়ৎ পরিমানে লাঘব করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল যশোদা কলিকাতায় বাস করিয়া একটী বিশ বৎসরের পুত্র রাখিয়া স্বামী ও পুত্রের সম্মুখে হাটখোলা ঘাটে গঙ্গামৃত্তিকার উপর শয়ন করিয়া গঙ্গা দর্শন করিতে করিতে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিল।

সম্পূর্ণ।

তুলিয়া নিকটস্থ একটী পরিচিত বৃদ্ধার কুটীরে লইয়া গেল।

দাসী যখন বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়াছে। বৃদ্ধা নিদ্রা যাইতেছিল দাসী অনেক কষ্টে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অল্পকথায় সমস্ত ব্যাপার ব্যক্ত করিল এবং রাজবালাকে তাহার নিকট রাখিয়া পুনরায় আপনার মনিব বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিল।

বাড়ীতে আসিয়া দাসী প্রথমে ভবানী-প্রসাদের ঘর লক্ষ্য করিল। দেখিল তাহা ভিতর হইতে আবদ্ধ। সে তখন নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল যখন তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার পলায়নের ইচ্ছা নাই।

—:*:—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবানীপ্রসাদ জমীদার বাড়ীর ফটক পার হইয়া যখন উদ্যানে উপস্থিত হইলেন তখন সহসা তাঁহার পদস্খলন হইল। একে তিনি দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়াই পলায়ন করিতে ছিলেন, তাহার উপর তাঁহার মনেরও কিছুমাত্র স্থিরতা ছিলনা। পদস্খলন হওয়ায় তিনি পড়িয়া গেলেন কিন্তু তখনই আবার গাত্রোত্থান করিয়া কোন দিক লক্ষ্য না করিয়া একেবারে আপনার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে গৃহদ্বার আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভবানীপ্রসাদ যেন কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। এতক্ষণ বাড়ীতে জন মানবের সাড়া শব্দ ছিল না, এতক্ষণ তিনি ভাবিয়াছিলেন তাঁহার সে রাত্রির কার্য্য আর কেহ জানিতে পারে নাই, তাই তিনি এতক্ষণ একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু সহসা অপরের পদশব্দ শুনিয়া তাঁহার প্রাণে আতঙ্ক হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন উপায়ে পলায়ন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা কে যেন বলিয়া উঠিল "খুন—খুন"। ভবানীপ্রসাদ স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিলেন নিশ্চয়ই কোন লোক তাঁহার কার্য্য দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। এই চিন্তা করিয়া তিনি শয্যা হইতে দুইখানি চাদর তুলিয়া লইলেন। পরে চাদর দুইখানি একত্রে গাঁইট দিয়া তাহার এক প্রান্ত একটী জানালায় বন্ধন করিলেন, তাহার পরে জানালার একটী গরাদে ভাঙ্গিয়া সেই চাদরের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং একবার চারি দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে ঊর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িয়া ষ্টেশনের দিকে গমন করিলেন।

যে দাসী তাঁহার সমস্ত কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ছিল সে নিশ্চিন্ত হইলেও কোন কারণ বশতঃ ঠিক সেই সময়ে নিম্নে গিয়া ছিল। সহসা

তাহার দৃষ্টি ভবানীপ্রসাদের গৃহের জানালার দিকে পতিত হইল। সে দেখিল তিনি চাদরের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়িতেছেন, দাসীও নিশ্চিন্ত রহিল না। সেও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল।

জমীদার বাড়ী হইতে ভবানীপ্রসাদ পলায়ন করিবার পর সেখানে মহাহুলস্থুল ব্যাপার ঘটিল। "খুন—খুন" এই শব্দ চারি দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বাড়ীর দাস দাসী সকলেই বাহির হইল, রাধারাণী সেই চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া সশব্যস্থে আপনার শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং চারি দিক অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়ে গ্রামের চৌকীদার সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে জমীদার বাড়ীতে 'খুন খুন' শব্দ শুনিয়া তখনই তথায় প্রবেশ করিল এবং বাড়ীর লোকজনের সহিত সকল স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে রাধারাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চারুশীলা শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল, হরশঙ্কর সে দিন বেলা চারিটার সময় কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া ছিলেন। গৌরীশঙ্কর সেই অবধি জমীদার বাড়ীতে ফিরিয়া আইসেন নাই। সেই রাত্রেই তাঁহার ফিরিবার কথা ছিল।

রাধারাণীর চীৎকার শব্দ শুনিয়া চৌকী-দার তখনই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। যাহা শুনিল তাহাতে তাহারও প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল। শুনিল সতীশচন্দ্রকে কে খুন করিয়া গিয়াছে।

এই সংবাদ পাইয়া চৌকীদার বাড়ীর দুইজন চাকরের সহিত জমীদার বাবুর গৃহে গমন করিল। দেখিল গৌরীশঙ্কর দক্ষিণ হস্তে একখানি রক্তাক্ত ছোরা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। চৌকীদার একবার সতীশচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিতে পারিল তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গিয়াছে। সে তখন কোন কথা না বলিয়া সেই ছোরা সমেত গৌরীশঙ্করকে গ্রেপ্তার করিল এবং তখনই একখানি গাড়ী করিয়া বন্দীকে থানায় লইয়া গেল।

এদিকে ভবানীপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাসীকে ছুটিতে দেখিয়া একজন চৌকীদার উভয়কেই গ্রেপ্তার করিল। দাসী তখন তাহাকে প্রকৃত কথা জ্ঞাপন করিল। ভবানীপ্রসাদ দ্বিরুক্তি করিলেন না। চৌকী-দার যতই প্রশ্ন করিতে লাগিল তিনি কোন কথারই জবাব দিলেন না। দাসীর কথা সত্য বিবেচনা করিলেও চৌকীদার উভয়কেই বন্দী করিয়া থানায় লইয়া গেল।

—:০:—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে জমীদার বাড়ীতে মহা-হুলস্থুল পড়িয়া গেল। থানার লোকে বাড়ী পূর্ণ করিল। দারোগাবাবু স্বয়ং আসিয়া সতীশচন্দ্রের মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেন, বাড়ীর ডাক্তার বাবু দেহ পরীক্ষা করিয়া স্পষ্টই বলিলেন "সহসা পশ্চাৎ দিক হইতে আহত হইয়া জমীদার বাবু কোন প্রকার শব্দ না করিয়াই মারা পড়িয়াছেন। গৌরীশঙ্করের হস্তে যে ছোরা খানি পাওয়া গিয়াছিল সম্ভবতঃ সেই ছোরার আঘাতেই সতীশচন্দ্রের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।"

লাস চালান দিয়া দারোগা বাবু গৌরীশঙ্করের সহিত দেখা করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি বাড়ীর দাস দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দারোগা বাবু গৌরীশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গৌর বাবু আপনার এবুদ্ধি কেন হইল? জমীদার বাবু আপনাকে এত ভাল বাসিতেন আপনিও তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু সহসা আপনার এবুদ্ধি ঘটিল কেন?"

বিরক্ত হইয়া গৌরীশঙ্কয় উত্তর করিলেন "কি বুদ্ধি? আমি কি করিয়াছি?"

দারোগা বাবু স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বলিলেন "জমীদার বাবুকে খুন করিয়াছেন।"

অতি দৃঢ়স্বরে গৌরীশঙ্কর উত্তর করিলেন "কখনও না। আমি জেঠামহাশয়কে খুন করি নাই। আপনারা মিথ্যা সন্দেহ করিয়া আমায় বন্দী করিয়াছেন।"

দারোগা বাবু মনে মনে হাঁসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারই হাতে রক্তাক্ত ছোরা ছিল।"

গৌরী। আজ্ঞে হাঁ, ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র আমি সেই রক্তমাখা ছোরা খানি দেখিতে পাই এবং তুলিয়া লই।

দারো। সে খানি কাহার ছোরা?

গৌরী। আমার—ইহাতে আমারই নাম লেখা আছে। কিন্তু সকলেই ব্যবহার করিত।

দারো। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আপনি আপনার জেঠামহাশয়ের ঘরে যাইলেন কেন?

গৌরী। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন কোন গূঢ় কারণ বশতঃ জেঠামহাশয়ের সহিত আমার বিবাদ হয়। তিনি আমাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। কিন্তু পরে যখন আমাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারেন তখন আবার আমায় ডাকিয়া পাঠান। আমি পশ্চিমে ছিলাম; মনের ঘৃণায় আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কৃতকার্য্য হই নাই। জেঠা-মহাশয় যখন ফিরিবার জন্য পত্র লিখিলেন তখন আমি সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। তাঁহার করুণ পূর্ণ পত্র খানি পাঠ করিয়া আমার গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখন ফিরিতে

পারিলাম না। একটা বিশেষ কার্য্য থাকায় বিলম্ব হইল। আমি জেঠামহাশয়কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলাম—আজ আমার অসিবার কথা ছিল। ইচ্ছা ছিল বেলা চারিটার মধ্যেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইব, কিন্তু পরে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় রাত্রি দশটার পর গৌরীপুরে উপস্থিত হইব। তাহার পর যখন বাড়ীতে আসিলাম তখন অনেক রাত্রি। মনে করিয়া ছিলাম জেঠামহাশয় নিদ্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গৃহের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম তাঁহার গৃহের ভিতর আলোক জ্বলিতেছে। আমি জানি আলোক নির্ব্বাপিত না হইলে তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন না, আলোক দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। ভাবিলাম হয়ত তিনি এখনও জাগিয়া আছেন। হয়ত আমারই জন্য কত কি চিন্তা করিতেছেন। এই সন্দেহ করিয়া আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম দরজা খুলিয়া গেল। আমি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া গেল। দেখিলাম জেঠামহাশয় বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে এক ভয়ানক ছোরার আঘাত। সেই ক্ষত স্থান হইতে রক্তের স্রোত বহিতেছে বিছানা রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের মেজের উপর দিয়া রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই স্থানে ছোরা খানি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ছোরা খানি তুলিয়া লইয়া আমি একবার জেঠামহাশয়ের নিকট যাইলাম কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। সেখান হইতে ফিরিয়া যেমন ঘর হইতে বাহির হইব অমনই চৌকীদার আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি ইহাই সত্য—আমি জেঠামহাশয়কে হত্যা করি নাই।'

গৌরীশঙ্কর এত বিনীত ভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত এই সকল কথা বলিলেন যে দারোগা বাবু তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যদিও বাহ্যিক অবস্থা দেখিলে তাঁহাকেই দোষী বলিয়া সন্দেহ হয় তত্রাপি তিনি এ স্থলে গৌরীশঙ্করের কথাই বিশ্বাস করিলেন।

দারোগা বাবু বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। গৌরীশঙ্কর যে অন্যায় রূপে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু যতক্ষণ না প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ততক্ষণ তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন না মনে করিয়া তিনি প্রাণপনে প্রকৃত দোষীর সন্ধান লইতে যত্নবান হইলেন। চৌকীদার যে ভ্রমে পতিত হইয়া গৌরীশঙ্করকে গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।

—:০:—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গৌরীশঙ্করকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর দারোগা বাবু দেখিলেন হরশঙ্কর ফিরিয়া আসিয়াছেন। দারোগাবাবুকে দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং জেঠামহাশয় ও জেষ্ঠভ্রাতার শোকে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া দারোগা বাবুর কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

হরশঙ্কর কিছু শান্ত হইলে দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের বাড়ীর দাস দাসীদিগকে কিরূপ বিবেচনা করেন? তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য হইতে পারে কি না?"

হরশঙ্কর মিথ্যা বলিতে পারিলেন না। তিনি অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "এ বাড়ীর ভৃত্যগণ সকলেই জেঠামহাশয়কে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। তাহারা কখনও তাঁহার উপর বিরক্ত হয় নাই। তিনি ও তাহাদিগের উপর কখনও কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করেন নাই।"

দারো। কোন লোকের উপর আপনার সন্দেহ হয় না?

হর। আজ্ঞে না।

দারো। জমীদার বাবু যে দিন খুন হন সে রাত্রে এ বাড়ীতে কত গুলি লোক ছিল?

হর। পুরুষের মধ্যে আমার এক বন্ধু ভবানীপ্রসাদ আর বাড়ীর চারি জন ভৃত্য।

দারো। আপনার বন্ধু কোথায় গেলেন? তাঁহাকেত আজ প্রাতঃকালে দেখি নাই।

হরশঙ্কর চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন "এতক্ষণ এই সকল গোলযোগে আমার ও সে কথা স্মরণ হয় নাই। আমিও আসিয়া অবধি তাঁহাকে দেখি নাই।"

হরশঙ্করের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু স্তম্ভিত হইলেন এবং তখনই তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। স্বয়ং হরশঙ্করকে লইয়া তাঁহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ভবানীপ্রসাদের গৃহদ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ ছিল। দারোগা বাবু দ্বার সম্মুখে আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তখনই হরশঙ্করের অনুমতি লইয়া দ্বার ভগ্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াতাঁহারা যাহা দেখিতে পাইলেন পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই তাহা অবগত আছেন।

ভবানীপ্রসাদের প্রকোষ্ঠ পরীক্ষা করিয়া দারোগা বাবু স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তিনিই জমীদার বাবুকে হত্যা করিয়া জানালা দিয়া দুইখানি চাদরের সাহায্যে পলায়ন করিয়াছেন। এই নূতন সূত্র পাইয়া দারোগা বাবু আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন।

ভাবিলেন ভবানীপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।

এই স্থির করিয়া দারোগা বাবু তখনই জমীদার বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং হরশঙ্করের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

থানায় আসিয়া দারোগা বাবু শুনিলেন ভবানীপ্রসাদ ও জমীদার বাড়ীর একজন দাসী ধরা পড়িয়াছে। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তখনই ভবানীপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ভবানীপ্রসাদের বিমর্ষ মুখ ও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস দেখিয়া দারোগা বাবু তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অপরাধে আপনি এই হত্যা করিলেন ? এ হত্যাকাণ্ডে আপনার স্বার্থ কি ? নরহত্যা করিয়া কি লাভ করিলেন ? কেনই বা আপনি একার্য্যে হাত দিলেন ?"

ভবানীপ্রসাদ অতি বিনীত ভাবে বলিলেন "সে সকল কথা আর আপনার শুনিয়া কাজ নাই। আমি হত্যা করিয়াছি—আমায় শাস্তি দিন।

দারোগা বাবু তখনই বন্দীর কথা গুলি লিখিয়া লইলেন এবং জমীদার বাড়ীর দাসীর সহিত দেখা করিলেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি বাছা ? কতদিন তুমি জমীদার বাড়ীতে চাকরি করিতেছ ?'

দাসী সসম্ভ্রমে বলিল "আমার নাম মঙ্গলা প্রায় আট বৎসর আমি সেখানে চাকরি করিতেছি।"

দারো। তুমি এই হত্যা কাণ্ডের বিষয় কিছু জান, কেনই বা তুমি ভবানীপ্রসাদের সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছ ?"

মঙ্গ। আমি সেই হতভাগা ভবানীবাবুকে স্বচক্ষে খুন করিতে দেখিয়াছি। যখন সে জানালা দিয়া চাদর ধরিয়া ঘর হইতে পলায়ন করিতেছিল আমি দেখিতে পাইয়া তাহার পিছু লই এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দৌড়িতে থাকি। আমি অনেক-ক্ষণ চীৎকার করি কিন্তু কোন লোক আমার সাহায্য করে না। অবশেষে একজন চৌকীদার আমাদের দুই জনকেই চোর মনে করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার পর আমার কথা শুনিয়া এখানে লইয়া আসে, কেন যে এখনও আমাকে ছাড়িয়া দেয় নাই বলিতে পারি না। আপনি দয়া করিয়া আমায় মুক্তি দিন।

দারোগা বাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়া পুন-রায় ভবানীপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি হরশঙ্করের বন্ধু হইয়া একাজ কেমন করিয়া করিলেন ?

ভবানীপ্রসাদ এই প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিলেন দেখিয়া দারোগা বাবু পুনরায় বলিলেন যে বন্ধু আপনাকে এত কাল নিজগৃহে

রাখিয়া ভরণ পোষণ করিলেন আপনি তাঁহারই জেঠামহাশয়কে সচ্ছন্দে হত্যা করিলেন, লোকে উপকারী বন্ধুর কি এই রূপেই প্রত্যুপকার করে ?"

দারোগা বাবুর শেষ কথা শুনিয়া ভবানী-প্রসাদ চমকিত হইলেন। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি সতীশচন্দ্রও সেই রাত্রে খুন হইয়াছেন ?"

দারোগা বাবুও তাঁহার কথায় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আপনি এতক্ষণ কাহার কথা বলিতেছিলেন ? আপনি তবে কাহাকে খুন করিয়া পালাইতে-ছিলেন ?"

ভবানীপ্রসাদ তখন ধীরে ধীরে রাজবালার সেই পত্রের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে যে কথা বলিয়া ছিলেন ও যাহা যাহা করিয়া ছিলেন তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। সেই কথায় দারোগা বাবুর চক্ষু ফুটিল। তাঁহার ধারণা মিথ্যা বলিয়া স্থির করিলেন।

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "রমণী সত্যই কি মারা পড়িয়াছে ?"

ভবা। আমার ছোরার আঘাতে সে নদীতে পড়িয়া গিয়াছিল। কোন রূপ শব্দও করে নাই আমি তাহাতেই বুঝিয়াছি রাজবালা মারা পাড়িয়াছে।

দারো। যে দাসী আপনার পশ্চাৎ পাশ্চাৎ ছুটিতে ছিল সেও কি এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছে ?

ভবা। আজ্ঞে না—সে বেচারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সে বোধ হয় আমাকে খুন করিতে দেখিয়াছিল। তাই আমাকে ধরিবার জন্য তাড়া করিয়াছিল।

দারোগা বাবু তখন পুনরায় দাসীর নিকট গমন করিলেন এবং সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মঙ্গলা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথাই ব্যক্ত করিল। পরে বলিল "আমার বোধ হয় সেই রমনী জীবিতা আছে, আমি গত রাত্রে যখন তাহাকে নদী হইতে উদ্ধার করিয়া নিকটস্থ একখানি কুটীরে লইয়া যাই তখন সে অজ্ঞান ছিল বটে কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়া ছিলাম যে আঘাত অতি সামান্য, দুই এক বিন্দু রক্ত তাহার পৃষ্ঠে দেখিয়া ছিলাম।"

মঙ্গলার কথায় দারোগা বাবু সন্তুষ্ট হইলেন। ভবানীপ্রসাদ যে সতীশচন্দ্রকে হত্যা করেন নাই তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি-লেন। এদিকে গোরীশঙ্করের কথাতেও তিনি অবিশ্বাষ করিতে পরিলেন না। তিনি বিষম ফাঁপরে পড়িলেন।

দুইজনকে সন্দেহ করিয়া ধৃত করা হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রকৃত দোষীকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি ভাবিয়া ছিলেন ভবানীপ্রসাদ নিশ্চয়ই হত্যাকারী। তাঁহার

অনুমান সত্য বটে কিন্তু তিনি সতীশচন্দ্রের হত্যাকারী নহেন।

উভয় বন্দীকে নিরপরাধী জানিয়াও দারোগা বাবু কাহাকেও মুক্তি প্রদান করিতে পারিলেন না। তিনি কেবল মঙ্গলাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে যখন শুনিতে পাইল তাহার মনিবকে কে হত্যা করিয়াছে এবং গৌরীশঙ্করকে সন্দেহ করিয়া বন্দী করা হইয়াছে, তখন সে কাঁদিয়া অস্থির হইল। তাহার প্রধান দুঃখ গৌরীশঙ্করের জন্য। সে জানিত যখন জমীদার বাবু মারা পড়িয়াছেন তখন তাঁহার জন্য শোক করিলে কোন ফল হইবে না। তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না। নিরপরাধী গৌরীশঙ্কর ধৃত হইয়া কারাগারে নীত হইয়াছেন শুনিয়া সে বড়ই অস্থির হইল এবং তাঁহার মুক্তির জন্য দারোগা বাবুকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল।

মঙ্গলার কথা শুনিয়া এবং গৌরীশঙ্করের জন্য তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি গৌরীশঙ্করকে নির্দ্দোষ বলিতেছ কেন? তিনি যখন জমীদার বাবুর ঘর হইতে রক্তমাখা ছোরা লইয়া বাহির হইতে ছিলেন তখন তিনি যে তাঁহার জেঠামহাশয়কে খুন করেন নাই কেমন করিয়া বলিব। বিশেষতঃ তাঁহার সহিত জমীদার বাবুর সম্প্রতি বিবাদ হইয়াছিল এবং জমীদার বাবুও তাঁহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।"

মঙ্গলা দীর্ঘ নিশ্বা ত্যাগ করিল। পরে বলিল "সে অনেক কথা। গৌরী বাবু অতি সজ্জন, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন লোক একটী কথাও বলিতে পারে না। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে এক রাক্ষসী আসিয়া বাস করিতেছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম বুঝি সত্য সত্যই সে গিন্নিমার ভগিনী এবং সেই ভাবিয়াই তাহাকে এতকাল সম্মান করিতাম। কিন্তু এখন সকল কথা জানিতে পারিয়াছি। সে সামান্যা রমণী নহে জেলের একজন পলাতক আসামী।"

দারোগা বাবু মঙ্গলার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি সশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে রমণী এখন কোথায়? সে কি এখনও জমীদার বাড়ীতে আছে? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমরা যে এতক্ষণ মিথ্যা কার্য্যে ঘুরিতে ছিলাম তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।"

দাসী উত্তর করিল "আজ্ঞে হাঁ, আছে বইকি। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই আমি সেখান হইতে বাহির হইয়াছিলাম আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই ইহারই মধ্যে বাবু আমাদের খুন হইবেন। হয়ত সে মাগী এতক্ষণ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।"

দাসীর কথায় দারোগা বাবু বলিলেন "তবে তোমারই সহিত জমীদার বাটীতে যাই চল।"